ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-12 ■ 18 October, 2024 ■ আগরতলা ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাব্রুমের মনু থানা কান্ডে শোক মুখ্যমন্ত্রীর

ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ

পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও, জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ।। পুলিশ লকআপে নির্মমভাবে অত্যাচারিত বাদল ত্রিপুরার গতকাল রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জি বি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ নিয়েছেন।

এছাড়াও মনুবাজার থানার এস আই এবং কনস্টেবলকে বরখাস্ত করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আটক ৫ আরক্ষাকর্মী

আজ বাদল ত্রিপুরার মৃতদেহ নিয়ে সাব্রুম মহকুমার মনু থানা ঘেরাও এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন জেলা পুলিশ আধিকারিক অশোক কুমার সিনহা, এলাকার বিধায়ক মাইলাফ্রু এবং এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আশ্বাস দেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রামবাসী অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এদিকে, ওই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে মনু থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, কালাডেপার বিপিনচন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা আশাকুমার ত্রিপুরার ছেলে বাদল ত্রিপুরা (৩৮) ও চিরঞ্জিৎ ত্রিপুরাকে গত রবিবার রাবার চুরির অপবাদে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রাতে আটক দুইজনকে বেধড়ক মারধর করে। তাতে বাদল ত্রিপুরার আঘাত গুরুতর ছিল। সোমবার তাদেরকে জামিন নিতে থানা থেকে মনিন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে আধার কার্ড নিয়ে থানায় আসতে ফোন করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক মনিন্দ্র ত্রিপুরা এবং যুবরাজ ত্রিপুরা মনু বাজার থানা গিয়ে দেখতে পায় বাদল ত্রিপুরার সারা শরীরে বিভিন্ন আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর সাথে পরিবারের সদস্যরা কথা বলে জানা যায় রবিবার রাতে মনুবাজার থানার পুলিশ বেধড়ক মারধর করে তাঁকে। এতে বাদল ত্রিপুরার দুটি চোখ মারাত্মক ভাবে জখম হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাদল ত্রিপুরাকে মনুবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনার পর এলাকাতে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।

ওইদিন রাতেই মনুবাজারে ছুটে গিয়েছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার। তাঁরা থানার সিসি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন যে বাদল ত্রিপুরাকে মনুবাজার থানার এসআই প্রেমজিৎ রায়, তিন এসপিও কর্মী শ্যামল দাস, থৈলাসা মগ, রেঙ্গ মগ মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তাঁদের বেধরক প্রহারে বাদল ত্রিপুরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে থানাতেই ফেলে রাখেন। জেলা পুলিশ সুপার পুরো ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাইনচ্যুত আগরতলা এলটিটি এক্সপ্রেস, হতাহতের খবর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ।। ১২৫২০ আগরতলা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস যে আগরতলা আজ সকালে দিবালং স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনের ইঞ্জিন ও আটটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে কোনো হতাহতের বা বড় ধরনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে মেডিকেল টিম ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এদিকে, লামডিং বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করেছে। আপাতত লামডিং-বদরপুর সিঙ্গেল লাইন সেকশনের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন

হরিয়ানায় নায়াব সিং সাইনি জম্মু ও কাশ্মীরে ওমর আব্দুল্লাহ

চণ্ডীগড়, শ্রীনগর, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)।। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই বড়সড় আশ্বাস দিলেন নায়াব সিং সাইনি। তিনি জানিয়েছেন, সুশাসন, সমতা ও দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য বিজেপি সরকার পূর্ণ শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে। সাইনি বৃহস্পতিবার টুইট করে জানিয়েছেন, 'সর্বপ্রথম আমার ২.৮০ কোটি পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে কৃতজ্ঞ, আমার মতো একটি সাধারণ পরিবার থেকে আসা একজন কর্মীকে হরিয়ানার মুখ্য সেবক হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য।'সাইনি এক্স মাধ্যমে আরও জানিয়েছেন, 'হরিয়ানার প্রতি প্রধানমন্ত্রী, আপনার বিশেষ স্নেহ আমাদের নিরন্তর পরিশ্রম করার শক্তি জোগায়, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

এনডিএ মুখ্যমন্ত্রী কনক্লেভে টিবি মুক্ত ভারত নিয়ে বললেন ডা: মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা আজ হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং "মুখ্যমন্ত্রীদের" কাউন্সিল সভায় যোগ করেন, সেখানে তিনি টিবি মুক্ত ভারত নিয়ে বক্তৃতা করেন। ডাঃ সাহা গতকাল হরিয়ানার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ত্যাগ করেছেন এবং আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। নিজের এক্স ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের নিচে পিস্ট হয়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসাম, ১৭ অক্টোবর।। ডেমো ট্রেনের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু। ঘটনা আসামের পাথারকান্দির মৌয়ারবাড়ি এলাকায়। এব্যাপারে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রেলওয়ে পুলিশ।

আসামের করিমগঞ্জ থেকে ত্রিপুরার আগরতলাগামি ডেমু ট্রেনের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক হতভাগা মহিলার। মৃত মহিলার নাম ছালমা বেগম।বয়ষ অনুমানিক পয়তাল্লিশ। বুধবার বিকাল পৌনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম রায়, বহাল ৬এ ধারা

৭১'র ২৫ মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসমে আসা অভিবাসীরা পাবেন ভারতীয় নাগরিকত্ব

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) ।। ১৯৫১ নয়, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চই হবে অসমে বিদেশি শনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত (ডিওয়াই) চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন পাঁচজনের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায়দান করে বলেছে, ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত অভিবাসীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন। তার পর আগত অভিবাসীরা অবৈধ বলে গণ্য হবেন। এছাড়া এই রায় দিয়ে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাক্ষরিত অসম চুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রেখেছে।

নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ নিয়ে অসম সম্মিলিত মহাসংঘ এবং ইন্ডিজেনাস ফোরাম আসাম-এর দায়েরকৃত মামলার চূড়ান্ত শুনানি শুরু হয় আজ সকাল সাড়ে ১০টায়। দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন পাঁচ জনের ডিভিশন বেঞ্চে ছিলেন জাস্টিস সূর্য কান্ত, এমএম সুন্দরেশ, মনোজ মিশ্র এবং জেবি পাদ্রিওয়ালা। শুনানিকালে মতদান প্রক্রিয়ায় পাঁচ সদস্যের মধ্যে চারজন যথাক্রমে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, জাস্টিস সূর্য কান্ত, জাস্টিস এমএম সুন্দরেশ এবং জাস্টিস মনোজ মিশ্র ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে মতদান করেন। অন্যদিকে বিপক্ষে রায় দেন জাস্টিস জেবি পাদ্রিওয়ালা।

প্রসঙ্গত, অসম চুক্তি অনুসারে বিদেশি শনাক্তকরণ এবং বহিষ্করণের জন্য নির্ধারিত ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চকে ভিত্তিবর্ষ করার পাশাপাশি ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারার ওপর সুপ্রিম কোর্টে দায়েরকৃত মামলার চূড়ান্ত শুনানি হয়েছিল ২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত শুনানির পর রায়কে সংরক্ষিত রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পর ১০ মাস পর আজ চূড়ান্ত রায় প্রদান করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

আজ রায়দান করতে গিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় তাঁর বলেন, অসমের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুরিকাঘাতে আহত ব্যবসায়ীর মৃত্যু, ৪ টিএসআর জওয়ান ক্লোজড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ।। ছুরিকাঘাতে আহত মেলারমাঠের মোবাইল ব্যবসায়ী হরিশঙ্কর সাহার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, ওই ঘটনায় টিএসআরের সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের ৪ জন জওয়ানকে ক্লোজ করা হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানালেন পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে।

প্রসঙ্গত, প্রসঙ্গত গত ১৫ অক্টোবর লেনদেন সংক্রান্ত বচসার জেরে মেলারমাঠের মোবাইল ব্যবসায়ী হরিশঙ্কর সাহাকে ছুরিকাঘাতে করলো কলেজটিলার নিবাসী রাহুল রায়। দোকানের ভেতরে মেঝেতে ফেলে ছুরি দিয়ে একের পর এক আঘাত করছিলেন ওই যুবক। ঘটনাস্থলে প্রচুর রক্ত ঝরে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশ এলাকার ব্যবসায়ীরা। যদিও কেউ কেউ ওই ঘটনা ক্যামেরা বন্দিও করছিল। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুরোপুরি ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঃ আশিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এককথায় রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। এরই প্রতিবাদে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে মাঠে নামবে কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। সাথে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন।

এদিন শ্রীসাহা বলেন, রাজ্যে নৈরাজ্যের বাতাবরণ কায়েম রয়েছে। দুর্গোপূজায় রাজ্যবাসীর মনে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। পূজো মুহুর্তে রাজ্যে খুন, ধর্ষণ ও জনগণ অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তাছাড়া, গত ১৫ অক্টোবর মেলারমাঠে পুলিশের সামনে এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত প্রতিহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১৮ অক্টোবর ২০২৪ ইং
১ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ওষুধের দাম বাড়িতেছে চিকিৎসকরা নীরব কেন ?

আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষিতা ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কলকাতা সহ সারা দেশজুরিয়া আন্দোলনে শামিল হইয়াছেন চিকিৎসকরা। সাধারণ মানুষও তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়াছেন। এই ধরনের ঘটনার যাহাতে কখনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দাবি উঠিয়াছে। চিকিৎসকদের আন্দোলন চলাকালেই অত্যাবশ্যকীয় বেশ কিছু ঔষধপত্রের দাম প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বাড়িয়া গিয়াছে। রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিতে ঔষধ অত্যাবশ্যকীয়। স্বাভাবিক কারণেই ডাক্তারদের সঙ্গে ঔষধের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কথা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মানুষ চিকিৎসকদের ভগবানের মতোই মনে করেন। সে কারণেই চিকিৎসকদের ওপর যেকোনো ধরনের আঘাত আসিলে সাধারণ মানুষও তাহাদের পাশে থাকেন। আর জি কর ঘটনার পর তাহা আবারো প্রমাণিত হইয়াছে। চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষ চিকিৎসকদের কাছেও অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। কিন্তু প্রশ্ন হইলো চিকিৎসকরা মানুষের সেই প্রত্যাশা কতখানি সম্মান করেন। তাহারা ঘটা করিয়া চিকিৎসক দিবস পালন করেন এবং সেবা ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সুবাদে চিকিৎসা পরিষেবায় রোগীদের সর্বাত্মক সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। কিন্তু একাংশের চিকিৎসকের মধ্যে সেই সেবা ধর্মে ঘাটতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিককালে আন্দোলন চলাকালেই যখন ঔষধ কোম্পানি গুলি ওষুধের দাম বৃদ্ধি করিয়াছে তখন চিকিৎসকদের তরফে কোন ধরনের প্রতিবাদ না হওয়ার নেপথ্যে কি রহস্য আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলিতে শুরু করিয়াছেন। কেননা চিকিৎসকদের আন্দোলনের প্রতি যখন সাধারণ মানুষের সমর্থন পরিলক্ষিত হইতেছে তখন চিকিৎসকদেরও ওষুধের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতিবাদী হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়াই সাধারণ মানুষ মনে করিতেছেন। কিন্তু তাহারা প্রতিবাদী হইতেছেন না বলেই চলে। কেননা প্রতিবাদী হওয়ার কোন প্রামাণ্য তথ্য প্রমান জনসমক্ষে নাই।

অত্যাবশকীয় বেশ কিছু ওষুধের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়িয়া গিয়াছে। ওষুধের দামের সঙ্গে তো রোগীর চিকিৎসার সরসারি সম্পর্ক রহিয়াছে। তাহা

হইলে কেন নীরব চিকিৎসকরা? যেভাবে ওষুধের দাম বাড়িতেছে তাহা বলিবার নয়। এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। জীবনদান করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু জীবন বাঁচানোর রসদ ওষুধের যদি এরকম দাম বাড়ে তাহা হইলে কি আর করা যাইবে। মানুষ ওষুধ কিনিতে না পারিয়া মরিবে।' শুধু তো আর ওষুধের দাম নয়, বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখাইতে গেলে কার্য্যত সর্বস্ব খুইয়ে বসিঢয়া থাকেন আম জনতা। এটা নিয়েও তো ডাক্তারবাবুরা সরব হইতে পারেন। জাস্টিস চাইতে পারেন। মিছিল করিতে পারেন। কেন করেন ? প্রশ্ন আমজনতার।

বিহারের সারন জেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত দুই, সিট গঠন করে তদন্ত শুরু

সারন, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের সারন জেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। এছাড়াও দু''জন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সারন জেলার মাসরাখ থানার অন্তর্গত ব্রাহিমপুর গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল) গঠন করা তদন্ত শুরু হয়েছে।ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ অক্টোবর, বুধবার। বিষাক্ত মদ খাওয়ার পর দু''জন মারা গিয়েছেন এবং দু''জন এখনও হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৮ জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই মামলায় জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে, অন্যান্য দিক খতিয়ে দেখতে সিট গঠন করা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের খাতিমায় সব্জি বাজারে আগুন, সংকীর্ণ রাস্তায় হিমশিম খেল দমকল

খাতিমা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উধম সিং নগর জেলার খাতিমায় আগুন লাগল একটি সব্জি বাজারে। বুধবার রাতে ওই সব্জি বাজারে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। আগুন লাগা মাত্রই দমকলে খবর দেওয়া হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। তবে, রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। যাইহোক দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। দমকল অফিসার রাজেন্দ্র বলেছেন, 'আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। রাস্তা সরু হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে দমকলের অনেকটা সময় লেগে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিহারের সিওয়ানে বিষমদে মৃত্যু বেড়ে ২০, তোপ আরজেডি নেতা মৃত্যুঞ্জয়ের

সিওয়ান, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বিহারে ফের বিষাক্ত মদের আতঙ্ক! এবার বিহারের সিওয়ান জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বিষমদ কাণ্ডে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিওয়ানের এসপি অমিতেশ কুমার। বিষাক্ত মদ খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জেলাশাসক মুকুল কুমার গুপ্তা বলেছেন, এই ঘটনায় ভগবানপুর থানার এসএইচও এবং এএসআই-এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।এই বিষমদ কাণ্ডে বিহার সরকারকে আক্রমণ করেছে আরজেডি। আরজেডি নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলেছেন, 'মানুষ বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক ও উদ্বেগের বিষয় যে, বিহারে মদ নিষিদ্ধ আইন কার্য্যকর থাকা সত্ত্বেও বিষাক্ত মদ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবার হোলি ও দীপাবলির সময় দেখা যায় কিভাবে মানুষ মারা যায়। বিষাক্ত মদের জন্য এনডিএ সরকার প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।'

দুই ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন শিবরাজ, আমন্ত্রণ জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): দুই ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। দুই ছেলের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে শিবরাজ। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শিবরাজ টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের ছেলেদের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'শিবরাজ এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'স্ত্রী সাধনা ও দুই ছেলে কার্তিকেয়-কুণালকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।

নির্মাণের ১০০ বছর পর যেভাবে নাম হয় 'হোয়াইট হাউস'

অনিন্দ্য সাইমুম ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র তখন সদ্য স্বাধীন একটি দেশ। স্বাধীনতা অর্জনের দেড় দশকও পেরোয়নি। প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ঘোষণা দিলেন, ফেডারেল সরকার নতুন একটি শহর গড়বে। সেটা হবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। ১৭৯০ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন কংগ্রেসে একটি আইনও পাস করালেন জর্জ ওয়াশিংটন। বলা হলো, নতুন রাজধানী হবে পটোম্যাক নদীর তীরে।

শহরটি গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে ফরাসি---আমেরিকান শিল্পী ও নগর পরিকল্পনাবিদ পিয়েরে চার্লস এনফ্যান্টের ওপর। গড়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। নতুন রাজধানী হবে, আর সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য বড়সড় কোনো ভবন থাকবে না, তা কী করে হয়!

প্রয়োজনে আর প্রেসিডেন্টদের রুচি—পছন্দ অনুযায়ী সময়ে সময়ে সরকারি এই ভবনে নানা সংস্কার হয়েছে। বদলেছে এর অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। যুক্ত হয়েছে বহু অংশ। তবে বাহ্যিকভাবে সেই শ্বেতশুভ্র রূপ নিয়ে ২০০ বছরেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বাড়ি।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। প্রেসিডেন্টের সরকারি আবাসস্থল বানানোর জন্য জায়গা খুঁজতে শুরু করলেন ওয়াশিংটন আর পিয়েরে। তখন ১৭৯১ সাল, এখন যেটা ১৬০০ পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ, সেখানে জায়গা পছন্দ হলো বটে। এখন দরকার ভবনের নকশা। আর এটা এমন একটি ভবন হতে হবে, যার মাধ্যমে আমেরিকার গর্বের প্রকাশ ঘটাবে। সেই সঙ্গে হয়ে উঠবে গণতন্ত্রের প্রতীক। প্রেসিডেন্ট ভবনের জন্য স্থপতিদের কাছ থেকে নকশা আহ্বান করা হয়। শুরু করা হয় একটি প্রতিযোগিতা। জমা পড়ে মোট নয়টি নকশা। নানা যাচাই—বাছাই পেরিয়ে শেষ হাসি হাসেন আইরিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান স্থপতি জেমস হোবান। ভবনটি নির্মাণের জন্য চূড়ান্ত হয় তাঁর নকশা। 'বাস্তবসম্মত আর স্মার্ট' নিও---ক্লাসিক্যাল নকশার জন্য তিনি গোল্ড মেডেল পান।

১৭৯২ সালের ১৩ অক্টোবর, আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি আবাসস্থলের নির্মাণকাজ। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের হাত ধরে এই কাজের শুরু। যদিও তিনি কখনোই হোয়াইট হাউসে থাকতে পারেননি।

জর্জ ওয়াশিংটন এমন জায়গায় প্রেসিডেন্টের আবাসস্থলের জায়গা বেছে নেন, সেখান থেকে পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ দিয়ে মার্কিন পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে সরাসরি যাওয়া যাবে। বছর আটেক নির্মাণকাজ চলে। অবশেষে ১৮০০ সালের ১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শেষ হয়। যদিও টুকটাক কিছু কাজ তখনো বাকি ছিল।

এর বছরখানেক আগে ১৭৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৬৭ বছর বয়সে মারা যান জর্জ ওয়াশিংটন। নির্মাণকাজ শেষ হলে এই ভবনের প্রথম বাসিন্দা হন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস ও তাঁর স্ত্রী। এর পর থেকে যতজন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, প্রায় সবার আবাসস্থল হয়েছে এটা। হোয়াইট হাউস শুধু মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি আবাস নয়, এখানে আছে প্রেসিডেন্টের দপ্তর বা ওভাল অফিস। ছয়তলা আবাসিক ভবনটিতে আছে ১৩২টি কক্ষ, ৩৫টি বাথরুম, ৪১২টি দরজা, ১৪৭টি জানালা। ৮টি সিঁড়ি, ৩টি লিফট আর ২৮টি ফায়ারপ্লেস আছে এই ভবনে। প্রয়োজনে আর প্রেসিডেন্টদের রুচি --- পছন্দ অনুযায়ী সময়ে সময়ে সরকারি এই ভবনে নানা সংস্কার হয়েছে। বদলেছে এর অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। যুক্ত হয়েছে বহু অংশ। তবে বাহ্যিকভাবে সেই শ্বেতশুভ্র রূপ নিয়ে ২০০ বছরেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বাড়ি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের আবাসস্থল দুবার ভয়াবহ আগুনে পুড়েছে। প্রথমবার, ১৮১৪ সালে। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের হাতে। পরেরবার, ১৯২৯ সালে। তখন হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ে আগুন লাগে। দুবারই ভবনটির বড় ধরনের সংস্কার করতে হয়। প্রথমবার জেমস হোবান নিজে সংস্কার করেন। 'প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ', 'প্রেসিডেন্ট হাউস', 'এক্সিকিউটিভ ম্যানসন'এক শতক ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে এই ভবন। সরকারি নথিপত্র ও

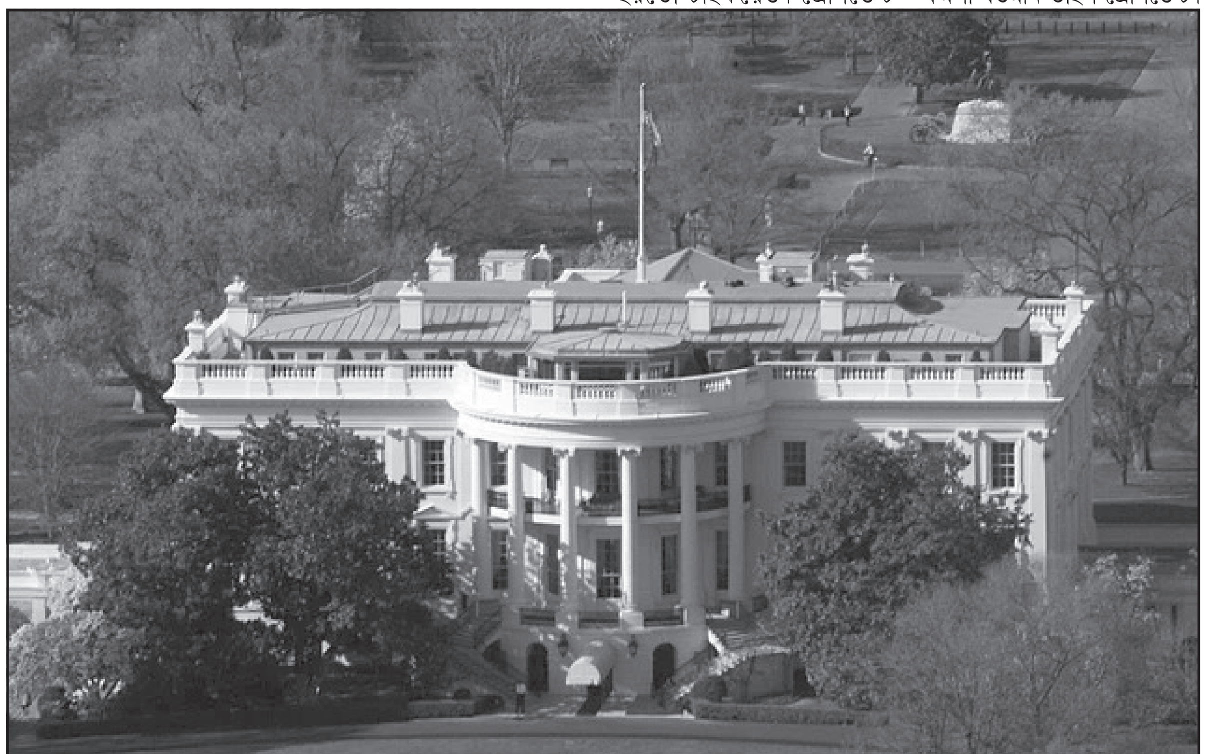

গণমাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত এসব নাম ব্যবহার করা হতো। অবশেষে ১৯০১ সালে প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট ভবনটির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে 'হোয়াইট হাউস' রাখেন। সেই থেকে ঐতিহাসিক ভবনটি এ নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের আমল থেকে সর্বসাধারণের জন্য হোয়াইট হাউস উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সেই থেকে আজও দেশ—বিদেশের হাজারো মানুষ হোয়াইট হাউসের নির্দিষ্ট অংশ ঘুরে দেখতে পারেন। হোয়াইট হাউস শুধু মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি আবাস নয়, এখানে আছে প্রেসিডেন্টের দপ্তর বা ওভাল অফিস। ছয়তলা আবাসিক ভবনটিতে আছে ১৩২টি কক্ষ, ৩৫টি বাথরুম, ৪১২টি দরজা, ১৪৭টি জানালা। ৮টি সিঁড়ি, ৩টি লিফট আর ২৮টি ফায়ারপ্লেস আছে এই ভবনে। হোয়াইট হাউসের রান্নাঘর একসঙ্গে ১৪০ জন অতিথির জন্য খাবার পরিবেশন করতে সক্ষম। বলা হয়ে থাকে, হোয়াইট হাউসের শুধু বাইরের অংশ রাঙিয়ে তুলতে ৫৭০ গ্যালন রং প্রয়োজন হয়েছে। হোয়াইট হাউসে দুটি সুইমিং পুল আছে। প্রথমটি চালু হয় ১৯৩৩ সালের ২ জুন। গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রেসিডেন্ট, যিনি হোয়াইট হাউসে থাকা অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। কনে ছিলেন ফ্রান্সিস ফলসম। ১৮৮৬ সালের ২ জুন হোয়াইট হাউসের ব্লু রুমে বসেছিল এই বিয়ের আসর। সময়টা ১৮৪১ সালের ৪ এপ্রিল, প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন হোয়াইট হাউসে থাকা অবস্থায় মারা যান। তিনি হোয়াইট হাউসে মারা যাওয়া প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অভিষেকের মাত্র মাসখানেকের মাথায় মৃত্যু হয় তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করতেন, নিউমোনিয়ায় ভুগে মারা গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। পরে জানা যায়, তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়তো টাইফয়েড। প্রেসিডেন্ট টেইলর ১৮৫০ সালের ৯ জুলাই হোয়াইট হাউসে মারা যান। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এ দু'জন ছাড়া হোয়াইট হাউসে এখন পর্যন্ত আর কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হয়নি। হোয়াইট হাউসে থাকা অবস্থায় এখন অবধি তিনজন ফার্স্টলেডির মৃত্যু হয়েছে। ১৮৪২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মারা যান ফার্স্টলেডি লেটিসিয়া টেইলর। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ফার্স্টলেডি ক্যারোলিন হ্যারিসন মারা যান ১৮৯২ সালের ২৫ অক্টোবর। আর দীর্ঘদিন কিডনির জটিলতায় ভুগে ১৯১৪ সালের ৬ আগস্ট মৃত্যু হয় ফার্স্টলেডি অ্যালেন উইলসনের। বর্তমানে হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আসছে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে জিতে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার জোর লড়াইয়ে নেমেছেন কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। কমলা বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট। এর আগে ২০১৭—২০২১ সাল পর্যন্ত ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা ছিলেন।

তথ্যসূত্র: হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভ।

নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায়

মাসুদ হাসান খান

ভারত ভাগের এক বছর আগে নোয়াখালীতে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয় তার পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ঐ অঞ্চলে গিয়ে প্রায় মাস তিনেক সময় কাটান। এ সময় বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে তিনি পুরো অঞ্চলটি ঘুরে বেড়ান, হিন্দু-মুসলমান সমাজের নানা অংশের সাথে কথা বলেন, এবং বিভিন্ন জনসভায় গিয়ে ভাষণ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটাই: এই হানাহানি বন্ধ করে দুর্বলকে রক্ষা করা।

মি. গান্ধীর ঐ সফরের এক পর্যায়ে তাঁর একটি ছাগল চুরি যায়। তিনি ছাগলের দুধ পান করতেন। ফলে, এই চুরির ঘটনার জন্য দায়ী করে নোয়াখালীবাসীকে হেয় করার প্রচেষ্টা আজকের দিনেও দেখা যায়। কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ঐ অঞ্চলের এক রক্তাক্ত ইতিহাস। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের এক বছর আগে থেকেই অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ ছিল অগ্নিগর্ভ। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পারষ্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ঘৃণা এমন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার জেরে ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ ঘটে যায় পূর্ব ভারতের ইতিহাসের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ -"দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস"। দাঙ্গা শুরুর প্রথম ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ হারান ৪,০০০ নিরীহ হিন্দু ও মুসলমান, এবং গৃহহীন হন এক লক্ষেরও বেশি মানুষ।

যেভাবে শুরু হয় দাঙ্গা: দশই অক্টোবর ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। উত্তপ্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ করেই একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

গুজবটি ছিল: লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ থানার করপাড়ার জমিদার রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়িতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের এক সন্ন্যাসী এসে উঠেছেন। তার নাম সাধু ত্রিয়াম্বাকানন্দ। তিনি নাকি ঘোষণা করেছেন, পূজার জন্য ছাগবলির বদলে এবার তিনি মুসলমানের রক্ত দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করবেন।

এটা বারুদে স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। করপাড়া থেকে সামান্য দূরে শ্যামপুর দায়রা শরীফ। গোলাম সারোয়ার হুসেইনী এই পীর বংশের উত্তর পুরুষ।

গুজব পত্রপল্লবে ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি ১০ই অক্টোবর ভোরবেলা চৌকিদারের মারফৎ রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাছে একটি চিঠি পাঠান এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মি. চৌধুরী এতে সাড়া না দিলে গোলাম সারোয়ার হুসেইনী সকালে শাহুর বাজারে তার অনুগত ভক্ত এবং মুসলমানদের এক সমাবেশ ডাকেন।

সেখানে তিনি মুসলমানদের সেই সময়কার অবস্থান তুলে ধরেন এবং হিন্দু জমিদারকে উৎখাত করার ডাক দেন।

অভিযোগ রয়েছে, ঐ সমাবেশ থেকে তিনি জমিদার ও সাধুর মুন্ডু কেটে আনার নির্দেশ দেন। এর পরই সহিংসতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।

শাহুর বাজারের সব হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুঠ করা হয় এবং আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। রামগঞ্জ এবং দশঘরিয়া বাজার লুঠ হয়। নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন বোসের কাছারি বাড়িতে হামলা হয়। পরের দিন ১১ই অক্টোবর সকাল বেলা করপাড়ার চৌধুরী বাড়িতে হামলা হয়। পরিবারটি প্রথম দিকে বন্দুক ব্যবহার করে হামলাকারীদের ঠেকিয়ে রাখলেও একসময় তাদের গুলি ফুরয়ে যায়। উত্তেজিত জনতা এসে রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর মাথা কেটে ফেলে। সাধু ত্রিয়াম্বাকানন্দ এর আগেই কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। রায়পুরের জমিদার চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী নোয়াখালীতে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তিকে গোড়া থেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এ নিয়ে তার সাথে গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর শুরু হয় দ্বন্দ্ব।

কংগ্রেস নেতাদের কাছে চিঠি: যেহেতু মি. রায় চৌধুরী কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাই মি. হুসেইনী কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা এমনকি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছেও চিঠি পাঠিয়ে জমিদারের অত্যাচারের কথা জানান এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে তিনি নিজেই চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দেন।

তার অধীন আধাসামরিক বাহিনী "মিয়ার ফৌজ" এবং এক সহযোগীর অধীন "কাশেম ফৌজ"র সদস্যরা রায়পুরের জমিদার বাড়ি অবরোধ করে।

এ নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ, যার পরিণামে মি. রায় চৌধুরী তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন।

এসব ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লে নোয়াখালী জেলার রায়পুর, রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া এবং পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা (বৃহত্তর কুমিল্লা) জেলার চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ এবং লাকসাম থানার বিশাল এলাকাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ধারণা করা হয়, এসময় ঐ অঞ্চলের পাঁচ হাজারেরও বেশি হিন্দু প্রাণ হারান। ইতিহাসবিদরা মূলত তিনটি কারণে নোয়াখালীর হত্যাযজ্ঞকে ভারতের অন্যান্য জায়গার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সাথে তুলনা করতে চান না।

প্রথমত, এখানে দুই পক্ষের শক্তি সমান ছিল না, যেমনটি দেখা গিয়েছিল কলকাতা দাঙ্গার সময়। এখানে মূলত হিন্দু জনগোষ্ঠী হামলার শিকার হন। দ্বিতীয়ত, ঐ হত্যাযজ্ঞের সময় এবং পরে বহু হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। তৃতীয়ত, হাজার হাজার হিন্দু নারী-পুরুষদের জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। যাদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেয়া হয়েছিল যে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এসব ঘটনা ঘটছিল সেই গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর একটি রাজনৈতিক পরিচয়ও ছিল।

গদ্দিনশীন পীর ছাড়াও তিনি ছিলেন নোয়াখালী কৃষক সমিতির অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা। কৃষকের খাজনা মওকুফ, ঋণ সালিশি বোর্ড থেকে সুদখোর ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা এবং জমিদারি বাজার বয়কট করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তৎকালীন নোয়াখালীর ক্ষমতাধর হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে রামপুর ও রায়গঞ্জ নির্বাচনী এলাকার কৃষক প্রজা পার্টির টিকেটে নির্বাচন করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ১২,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অবশ্য পরে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।

কিন্তু তার কৃষকপন্থী নীতির কারণে তিনি কখনই নোয়াখালীর "হিন্দু ভদ্রলোকদের" কাছের মানুষ হতে পারেননি। যার পরিণতিতে কংগ্রেস তার ব্যাপারে প্রথমদিকে আগ্রহী হলেও পরে আর তাকে দলে টানতে পারেনি। বলা যায়, নোয়াখালীর মুসলমান কৃষকের দলে টানার প্রচেষ্টা মূলত তিনি নস্যাৎ করে দেন এবং এককভাবে নোয়াখালীর গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতার বিরোধকে "হিন্দু-মুসলমান ইস্যুতে" পরিণত করেন।

শান্তির লক্ষ্যে পদযাত্রা: নোয়াখালী দাঙ্গার চার সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার হিন্দু ঘরবাড়ী হারিয়ে কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ও অন্যান্য জায়গার অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। এই পটভূমিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নোয়াখালীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

গবেষকরা বলছেন, নোয়াখালীতে গিয়ে কী করতে চান কিংবা কী হবে তার কৌশল -- যাত্রার আগে, এমনকি যাত্রার সময়ও, মি. গান্ধী সে সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন।

তিনি শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে তার সেখানে যাওয়া দরকার। পরিস্থিতির জটিলতা অনুধাবন করে তার সফরের এক পর্যায়ে তিনি তার সেক্রেটারি নির্মল কুমার বোসকে বলেছিলেন, তাকে হয়তো নোয়াখালীতে বহু বছর থাকতে হবে। মি. গান্ধী নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ৬ই নভেম্বর। পরদিন চৌমুহনীতে যোগেন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে দুই রাত কাটিয়ে ৯ই নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তার শান্তির লক্ষ্যে পদযাত্রা শুরু করেন। এর পরের দিনগুলোতে তিনি খালি পায়ে মোট ১১৬ মাইল হেঁটে প্রায় ৪৭ টি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি নিয়মিত প্রার্থনা সভা পরিচালনা ছাড়াও স্থানীয় মুসলমানদের সাথে বৈঠক করে হিন্দুদের আস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। নোয়াখালীতে এসে মি. গান্ধী গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর সাথেও দেখা করতে চান। মি. হুসেইনী ততদিনে মি. গান্ধীর ওপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনি প্রথম দিকে সাক্ষাতে রাজী ছিলেন না। পরে মি. গান্ধীর আহ্বানে চাটখিলে দু'জনের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে তিনি গান্ধীকে বলেন যে, দাঙ্গার সূত্রপাত নোয়াখালীতে নয়। কলকাতা ও বিহারে যখন দাঙ্গা থেমে যাবে তখন নোয়াখালীতেও হানাহানি বন্ধ হবে।

গান্ধীর ছাগল: মি. গান্ধী ছাগলের দুধ পান করতেন। তাই তিনি সাথে করে একটি ছাগল এনেছিলেন।

কিন্তু চাটখিলের বৈঠকের আগে কাশেম ফৌজের লোকজন ছাগলটিকে হস্তগত করেছিল। চাটখিলে ঐ বৈঠকে সেই ছাগলের রান্না মাংস নিরামিষাশী মি. গান্ধীর সামনে পরিবেশন করা হয়। এর মাধ্যমে মি. হুসেইনী একটি বার্তা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেই জানা যায়। তবে নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলিমে সম্পর্কের মধ্যে যে পারষ্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের দেয়াল তৈরি হয়েছিল মি. গান্ধীর মতো ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও তা ভেঙে ফেলতে ব্যর্থ হন বলেই গবেষকরা বলছেন। ইতোমধ্যে নোয়াখালীর ঘটনার জের ধরে বিহারে শুরু হয় দাঙ্গা। এতে প্রচুর মুসলমান প্রাণ হারাতে শুরু করলে মুসলিম লীগ নেতারা তাকে বিহারে যেতে অনুরোধ করে। ভগ্নহৃদয়ে নোয়াখালী শান্তি মিশন অসমাপ্ত রেখেই মি. গান্ধী ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। নোয়াখালী সফরের একমাস পর যখন তাকে জানানো হয় যে সেখানে তখনও সহিংসতা চলছে, তখন মি. গান্ধী পরিতাপের সাথে মন্তব্য করেছিলেন, নোয়াখালীর অবস্থা এমনই দুর্বিষহ যে হিন্দুদের হয় নোয়াখালী ছাড়তে হবে, নয়তো ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সতর্ক ট্রেইন চালকরা অসমে হাতির দলের প্রাণ বাঁচালেন

মালিগাঁও, ১৭ অক্টোবর, ২০২৪: ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ট্রেন নং. ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেসের লোকো পাইলট শ্রী জে. ডি. দাস এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট শ্রী উমেশ কুমার হাবাইপুর ও লামসাখাং স্টেশনের মধ্যে ১৬৬/৮-১৬৭/০ কি.মি.-এ এক দল হাতিকে রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করতে দেখেন। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে লামডিং যাচ্ছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ২০.৩৭ ঘণ্টায়। সতর্ক লোকো পাইলট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি ব্রেক প্রয়োগ করেন, ফলে ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ ঘটার আগেই প্রায় ৬০টি হাতির দলটি বেঁচে যায়। সেকশনটিতে কার্যকর হয়ে থাকা আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) ভিত্তিক ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)-এর দ্বারা ট্রেনটির চালকদের সতর্ক করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে বিস্তৃত থাকা অন্যান্য এলিফেন্ট করিডোরগুলিতেও পর্যায়ক্রমিকভাবে এই আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) ভিত্তিক ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করার সময় ট্রেনের ধাক্কা থেকে একাধিক হাতির প্রাণ রক্ষা করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে।

ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) হলো হাতি রক্ষা করা ও ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা উন্নত করার জন্য একটি ইকো-সাস্টেইনেবল সলিউশন। এই সিস্টেমটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে বন্যপ্রাণীর চলাচল শনাক্ত করতে এবং কন্ট্রোল অফিস, স্টেশন মাস্টার, গেটম্যান ও লোকো পাইলটদের সতর্ক করার জন্য সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা হবে বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার। এটি ফাইবার অপটিক ভিত্তিক অ্যাকোস্টিক সিস্টেম ব্যবহার করে, যা ট্র্যাকে হাতির উপস্থিতি সময় মতে অনুধাবন করতে ডায়ালাইসিস স্ক্যাটারিং ফেনোমেনন হিসেবে কাজ করে। এআই ভিত্তিক সফওয়্যারটি মূল ইউনিটের উভয় পাশে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত অ-স্বাভাবিক চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে পারে (অর্থাৎ মোট ৮০ কিমি প্রসারিত)। অতিরিক্তভাবে রেল ফ্র্যাকচার, রেলপথে অনুপ্রবেশ শনাক্ত করতে এবং রেলওয়ে ট্র্যাকের নিকটে অকর্তৃত্বশীলভাবে খনন, ট্র্যাকের নিকটে ভূমিধস ইত্যাদির জন্য দুর্যোগ প্রশমন সম্পর্কে সতর্ক করতে এই আইডিএস সাহায্য করে।

আইডিএস-এর ছাড়াও লম্বা-লম্বা ঝাড়-ঝোপ ও জঙ্গল কেটে ট্রেন চালানোর সময় চালকরা যাতে সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন সেটাও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেলওয়ে ট্র্যাকের কাছাকাছি চলে আসা বন্য প্রাণী বিশেষত হাতির চলাচল প্রতিরোধ ও চিহ্নিত করে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন বিভাগের সাথে রেল কর্তৃপক্ষের বহুবার বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং রেলওয়ে ও বন বিভাগের দ্বারা একটি জয়েন্ট অ্যাকশন ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

২০২৩ ক্যালেন্ডার বর্ষে মোট ৪১৪টি এবং ২০২৪ সালের ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৮৩টি হাতির প্রাণ রক্ষা করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভারত নিজস্ব শিকড়ও মজবুত করছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভারত নিজস্ব শিকড়ও মজবুত করছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের প্রচেষ্টা হল, ভারতের যুবকরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে এবং একইসঙ্গে আমাদের যুবকদেরও নিজেদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অভিধম্ম দিবস ও পালি ভাষার স্বীকৃতি উৎসবে যোগ দেন।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, বুদ্ধ একজন বৌদ্ধ এবং আবার গবেষণাও। তাই আমরা ভগবান বুদ্ধকে জানার জন্য অভ্যন্তরীণ এবং একাডেমিক উভয় গবেষণার উপর জোর দিচ্ছি। আমি আনন্দিত যে, আমাদের সাধু, বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, আমাদের ভিক্ষুরা তরুণদের এই দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।' প্রধানমন্ত্রী মোদীর আরও বলেছেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, আমাদের সন্ত ও সন্ন্যাসীদের নির্দেশনা এবং ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাব।

বেলেঘাটায় বন্ধ থাকা কারখানায় তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, ছড়ালো আতঙ্ক

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার বেলেঘাটায় আগুন লাগল একটি বন্ধ থাকা কারখানায় তেলের ট্যাঙ্কারে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। খবর পেয়ে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকে।পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, কারখানাটি বেলেঘাটার ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে অবস্থিত। বছর ছয়েক আগেই কারখানাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, কারখানায় থাকা কোনও রাসায়নিক থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। আগুন নেভাতে দমকলের তরফ থেকে ফোম নিয়ে আসা হয়েছে।

সঙ্গীত এবং নৃত্যের ভাষা অসীমান্তিক এবং সবার বোধগম্য : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পী সমন্বয়ে প্রথমবারের মতো ভারতীয় নৃত্যের আন্তর্জাতিক উৎসব আয়োজন করলো সঙ্গীত নাটক আকাদেমি। ১৬ অক্টোবর,২০২৪-এ ছয়দিন ব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। নয়াদিল্লির পুসায় এন এ এস সি পরিসরে এ পি শিন্ডে সিম্পোজিয়াম প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত উৎসব দক্ষ কৃতি শিল্পী এবং ছাত্র ছাত্রীদের সামনে বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ ভারতীয় নৃত্যের অনুসন্ধানমূলক উদযাপনের সমবেত অবকাশ এনে দিয়েছে।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নৃত্যের তাৎপর্য্য এবং দেশের পরম্পরার সঙ্গে যুব অংশকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এই শিল্প ধারার ভূমিকা নিয়ে উৎসব উপলক্ষে বিশেষ বার্তা বিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এতে তিনি সঙ্গীত নাটক আকাদেমি এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রতি এরকম আয়োজনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান,এই আয়োজন সবার জন্য স্মরণীয় এবং এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শিল্পীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এতে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অবকাশ তৈরী হয়েছে। সঙ্গীত এবং নৃতের ভাষা অসীমান্তিক এবং তা সবার বোধগম্য বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এই শিল্প ধারাকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতির অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করে নবীন প্রজন্মের জন্য নৃত্যের তাৎপর্য্যের ওপর আলোকপাত করেন। ভারতে ভরত মুনিই প্রায়োগিক শিল্পকলাকে উৎসর্গ করে প্রথম লিখিত শাস্ত্র রচনা করেন। এই ঐতিহ্য বহন করে চলা গর্ব এবং দায়বদ্ধতার উৎস বলে জানান তিনি। এই ধরনের উৎসব দেশের যুবঅংশকে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি দেশ গঠনে তাঁদের ভূমিকাকেও শক্তিশালী করে বলেই এর সঙ্গে নবীন প্রজন্মের সংযুক্তির ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

উদ্বোধক হিসেবে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, এই উৎসব ভারতীয় নৃত্যের মহান ঐতিহ্য উদযাপনের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে সম্মান জানাতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দক্ষ কৃতি শিল্পী এবং শিক্ষার্থীদের একত্রিত করেছে। চির প্রবাহিনী গঙ্গার মতো, এই ঐতিহ্য বিভিন্ন প্রজন্মের অনবদ্য অবদানে বিকাশ লাভ করেউ বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক গভীর একতায় আমাদের সংযুক্ত করে। তিনি বলেন তাঁর শেকড় রাজস্থানের মরু অঞ্চলউ সেখানে অভাবেও শিল্প বিকাশ লাভ করে। সঙ্গীত এবং নৃত্য যে জীবনে আনন্দ এবং অর্থ নিয়ে আসে সে ব্যাপারে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন শ্রী শেখাওয়াত। মীরাবাইয়ের ভক্তিমূলক গানও একসময় সেরকম ভূমিকা নিয়েছিল বলে জানান তিনি। আজকের সংঘাতময় পৃথিবীতে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মাঝে ভারত নিজের প্রাচীন প্রজ্ঞা, শিল্পকলা এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক দিশানির্দেশকের ভূমিকা পালন করে চলেছেউ যোগব্যায়াম থেকে আয়ুর্বেদ, এদেশের বিভিন্ন চর্চার বিষয় গোটা পৃথিবীতে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে চলেছে। এই উত্তরাধিকার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব বলেও তিনি বলেন। সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো, একইভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা ও দিশানির্দেশের মাধ্যমে এই উৎসব ভাবনা বিনিময়ের একটি মঞ্চ হিসেবে ভারত এবং বিশ্বকে ক্ষমতায়িত করতে চলেছে বলে উল্লেখ করেন শ্রী শেখাওয়াত।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের যুগ্মসচিব উমা নান্দুরি, এই অতুলনীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যায় তরুণ অংশগ্রহণকারীকে একত্রিত করার জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং নৃত্য শিল্পকলার অনুসারীদের কল্যাণ ও সম বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামী বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিশ্চিত করার ব্যাপারে মন্ত্রকের প্রতিশ্রুতিও পুনরায় উল্লেখ করেন তিনি।

প্রখ্যাত নৃত্য কিংবদন্তী ডক্টর সোনাল মানসিং সাংবাদিকদের জানান, "কঠিন আন্দোলন বার বার নাচের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। নটরাজের ধারণা বর্তমান সময়েও অনেক বেশি তাৎপর্য্যবাহী। এখন মানুষ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে কথা বলছেন, এতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়ত একদিন এমন একটি দৃশ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেখানে সোনাল মানসিংহ এআই-এর সাহায্যে নাচবেন। যথার্থতা, ভারসাম্য এবং সৃজনশীলতার উপলব্ধিতে এই সমস্ত বিষয়কে সমবেত করে এগিয়ে যাওয়ার ওপরও তিনি জোর দেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমির চেয়ারপার্সন ডঃ সন্ধ্যা পুরেচা ভারত জুড়ে প্রায়োগিক শিল্পের বিস্তারিত পরিসরের অভিজ্ঞতার নিরিখে স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সমস্ত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় নৃত্য ঐতিহ্যকে এক ছাদের নিচে একত্রিত করার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ভারতীয় নৃত্যের বহুমাত্রিক সংক্ষিপ্ত অন্বেষণের লক্ষ্যেই এই প্রয়াস বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বার্তা অনুসরণ করে তিনি বলেন, এরকম সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ ও অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন গৌরবের পাশাপাশি দায়িত্বেরও বিষয় বটে।

উৎসব প্রেক্ষাপট: -

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি আয়োজিত ভারতীয় নৃত্যের আন্তর্জাতিক উৎসব, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দক্ষ কৃতি শিল্পী, নৃত্য সমালোচক এবং অভিনয়শিল্পীদের একত্রিত করছে। ষোলই অক্টোবর, ২০২৪ থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিবর্তন, নৃত্য শিক্ষা, গবেষণা পদ্ধতি এবং শিল্পকলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব সহ বিভিন্ন ভাবনার বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক তিরিশটি আলোচনার পর্ব এতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আলোচনাগুলি সংস্থাগত সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএস আর) তহবিল এবং অভিনয়কারীদের জন্য সুস্থায়ী জীবিকার বিষয়কেও আওতাভূক্ত করার প্রয়াস নেবে। প্রতি সন্ধ্যায়, কামানি প্রেক্ষাগৃহে ডক্টর সোনাল মানসিংহ এবং রামলি ইব্রাহিম সহ বিখ্যাত শিল্পীদের সুদক্ষ উপস্থাপনার পাশাপাশি ভারত এবং বিদেশের একক এবং সমবেত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা থাকবে। একইসঙ্গে, গতকাল দু'টি প্রদর্শনীরও সূচনা হয়।

সহানুভূতি ও সদিচ্ছার মাধ্যমেই বিশ্বকে আরও সুন্দর করা যেতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আন্তর্জাতিক অভিধম্ম দিবস উদযাপন এবং পালিকে শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অভিবাদনও জানান। পরে এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'অভিধম্ম দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শুধুমাত্র সহানুভূতি এবং সদিচ্ছার মাধ্যমেই আমরা বিশ্বকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারি। এর আগে ২০২১ সালে কুশিনগরে অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, এটি আমার সৌভাগ্য যে আমি সেখানেও অংশ নিতে পেরেছিলাম।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'পালি ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা প্রদান পালি ভাষার জন্য একটি সম্মান এবং ভগবান বুদ্ধের মহান উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা!' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই বছর অভিধম্ম দিবস উদযাপনের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক অর্জনও জড়িত।

ভগবান বুদ্ধের অভিধম্ম, তাঁর বাণী এবং তাঁর শিক্ষা যে পালি ভাষায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে বিশ্ব, চলতি মাসেই সেই পালি ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে ভারত সরকার।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পালি ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া, পালি ভাষার এই সম্মান বুদ্ধের মহান উত্তরাধিকারের সম্মান।

শনিবার আইএসএল ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার আইএসএল ডার্বি ম্যাচ। বাঙালির বড় ম্যাচ। মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ১১ জানুয়ারি রয়েছে ফিরতি ডার্বি দুই প্রধানের।

মোহনবাগান- মহামেডান প্রথম ডার্বি ম্যাচ খেলে নিয়েছে। সেই ম্যাচে মোহনবাগান মহামেডানকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে। মহামেডান এবং মোহনবাগানের ফিরতি ম্যাচ রয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল এখনও পর্যন্ত একবারও আইএসএল-এ মহামেডানের মুখোমুখি হয়নি। তাদের প্রথম ম্যাচ রয়েছে ৯ নভেম্বর। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি আরও একবার মুখোমুখি হবে দু'দল। ডার্বির সব ম্যাচই হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। খেলা হবে ৭:৩০ মিনিট থেকে।

আইএসএলে বাংলার ৩ প্রধানের শুরুটা খুব একটা ভালো নয়। ভালো না হলেও শেষ ম্যাচে মহামেডানকে হারিয়ে আইএসএলে ভালো জায়গায় রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। লিগে ৪ নম্বরে রয়েছে তারা। ৪টে ম্যাচ খেলে দুটিতে জিতেছে, একটি ড্র এবং একটিতে হেরেছে। মোট পয়েন্ট ৭।

ইস্টবেঙ্গল এখনও একটা ম্যাচেও জয় পায়নি। ৪টে ম্যাচ খেলে চারটেতেই হেরেছে। শূন্য পয়েন্ট নিয়ে তারা লিগ টেবিলের শেষ স্থানটিতে আছে। ১৩টি দলের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গলই একমাত্র দল যারা এখনও পয়েন্ট পায়নি।

আর কলকাতা তিন প্রধানের আরেক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ৪টি ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা ১টি ম্যাচ জিতেছে, ১টি ড্র করেছে আর ২টিতে হেরেছে।

এমার্জিং এশিয়া কাপ: শুক্রবার ভারতের সামনে পাকিস্তান

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার এমার্জিং এশিয়া কাপের আসর শুরু হচ্ছে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে। টুর্নামেন্ট হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। গতবার এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিল ভারতীয় দল। লিগ পর্বে পাকিস্তানকে ভারত হারালেও ফাইনালে হেরেছিল। আগামীকাল টুর্নামেন্টের শুরুতেই সেই পাকিস্তান।এবারই প্রথম এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হওয়ায় এ বার ভারতীয় দল অ্যাডভান্টেজে রয়েছে। কারণ, টিমের প্রায় প্রত্যেকেরই আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন লখনউ সুপার জায়ান্টসে খেলা আয়ুষ বাদোনি, কলকাতা নাইট রাইডার্সের রমনদীপ সিং ও বৈভব অরোরা, পঞ্জাব কিংসের প্রভসিমরন। তাছাড়া এবারের স্কোয়াডে রয়েছেন অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে খেলা নিশান্ত সিন্ধুও। এবার বিশেষ নজর থাকবে আকিব খানের দিকে। কারন ঘরোয়া ক্রিকেট জোর আলোচনায় রয়েছেন এই পেসার। দলীপ ট্রফিতেও খেলেছেন। ভারতের গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান, ওমান এবং আরব আমির শাহি।

ইমার্জিং এশিয়া কাপ সুচি:**১৮ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশ এ বনাম হংকং গ্রুপ এ, দুপুর আড়াইটা**১৮ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীলঙ্কা এ বনাম আফগানিস্তান এ, গ্রুপ এ সন্ধ্যা ৭টা**১৯ অক্টোবর শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ওমান গ্রুপ বি, দুপুর আড়াইটা**১৯ অক্টোবর শনিবার ভারত এ বনাম পাকিস্তান এ, গ্রুপ বি সন্ধ্যা ৭টা**২০ অক্টোবর রবিবার শ্রীলঙ্কা এ বনাম হংকং এ, গ্রুপ এ দুপুর আড়াইটা**২০ অক্টোবর রবিবার বাংলাদেশ এ বনাম আফগানিস্তান এ, গ্রুপ এ সন্ধ্যা ৭টা**২১ অক্টোবর সোমবার পাকিস্তান এ বনাম ওমান, গ্রুপ বি দুপুর আড়াইটা**২১ অক্টোবর সোমবার ভারত এ বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত, গ্রুপ বি সন্ধ্যা ৭টা**২২ অক্টোবর মঙ্গলবার আফগানিস্তান এ বনাম হংকং, গ্রুপ এ দুপুর আড়াইটা**২২ অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা এ বনাম বাংলাদেশ এ, গ্রুপ এ সন্ধ্যা ৭টা** ২৩ অক্টোবর বুধবার,পাকিস্তান এ বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত,গ্রুপ বি দুপুর আড়াইটা**২৩ অক্টোবর বুধবার ভারত এ বনাম ওমান, গ্রুপ বি সন্ধ্যা ৭টা**২৫ অক্টোবর শুক্রবার সেমি-ফাইনাল ১: এ১ বনাম বি২ - দুপুর আড়াইটা**২৫ অক্টোবর শুক্রবার সেমি-ফাইনাল ২: বি১ বনাম বি২- সন্ধ্যা ৭টা**রবিবার, অক্টোবর ২৭, ফাইনাল - সন্ধ্যা ৭টা।

CORRIGENDUM

1. PNIT No.: 47/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25.
2. Name of work: Establishment of National Law University at Narsingarh, Agartala, West Tripura: Construction of G+3 storied Girls Hostel/SH: Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and drainage works, Boundary wall, Internal Electrification & Lift work.
3. Estimated Cost: Rs.22,00,88,989.00
4. Bid Fee: Rs. 10,000.00
5. Last date & time for online Bidding: 06/11/2024 upto 3:00 PM.

The aforesaid tender is hereby cancelled due to administrative reason.

ICA/C / 2057/24

Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No.F.3 (5-541)-Plan/DHS/2024
Dated, Agartala 08/10/2024

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) for development, operation and maintenance of a Multi-Disciplinary Super- Speciality Hospital, located at Agartala, Tripura under Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Mode on Public Private Partnership (PPP)

A REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) is hereby invited on behalf of the Government of Tripura for selection of Concessionaire for development, operation and maintenance of a Multi-Disciplinary Super- Speciality Hospital, located at Agartala, Tripura under Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Mode on Public Private Partnership (PPP).

The details of the REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) with the scope of the projects along with other details are made available on website (www.tripuratenders.gov.in).

The last date and time of online submission of the tender documents is 22/11/2024 up to 5:00 pm.

All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the updates from the e procurement web portal only.

ICA/C/2054/24

Director of Health Services Govt. Of Tripura,
Agartala VC. Director Health Services Government of

GOVERNMENT OF TRIPURA PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 25/EE-JRN/PWD/2024-25
Dated:08-10-2024

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 24-10-2024 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 88/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	₹ 90,72,233.00	₹ 1,81,445.00	90 (Ninety) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 89/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	₹ 76,87,650.00	₹ 1,53,753.00	90 (Sixty) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 09-10-2024 to 24-10-2024. Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 24-10-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 24-10-2024 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 4,000 each, Non refundable (SI No 1 to 2)
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
1CA/C/2050/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Jirania Division, PWD K&B) Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুলের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কী কী বদল দরকার জীবনে

চুল ভাল রাখতে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার সব বদলে ফেলেছেন। রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনীর বদলে ভেষজ প্রসাধনী ব্যবহার করছেন। তবুও চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কিছুতেই কমাতে পারছেন না? চুল আঁচড়ালেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে। মাথার সামনের অংশে ধীরে টাক পড়তে শুরু করেছে?

ভাল করে পরিচর্যার পরেও চুল পড়ার সমস্যা না কমলে বুঝতে হবে সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে জীবনধারায়।

অজান্তেই কিছু ভুল চুল ঝরার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। জেনে নিন, পাতলা চুলের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কী কী বদল দরকার জীবনে।

১) শরীরে জলের ঘাটতি হলে কেবল শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি ঠিক মতো কাজ করতে পারে না, এমনটা নয়। ডিহাইড্রেশনের কারণে কিন্তু মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। দীর্ঘ দিন শরীরে জলের ঘাটতি হলে চুল পড়ার সমস্যা বেড়ে যাতে পারে। তাই নির্দিষ্ট কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে দিনে আড়াই থেকে তিন লিটার জল খাওয়ার অভ্যাস করতেই হবে। ২) অনেকেই ওজন ঝরাতে ডায়েট শুরু করেন। তবে পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনে নয়, নেটমাধ্যমের উপর নির্ভর করেই ডায়েট করতে শুরু করেন কেউ কেউ। আর এই কারণেই শরীরে ভিটামিন সি, ডি, আয়রন, জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব হয়। সেই কারণেও অনেকের চুল পড়ে যায়। তাই ডায়েট করতে হলে অবশ্যই পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনে করাই ভাল। চুলে অতিরিক্ত তাপ প্রয়োগ করলেও কিন্তু চুল পড়ার সমস্যা বেড়ে যায়।

৩) অনেকের ধারণা, রোজ রোজ শ্যাম্পু করলে বুঝি বেশি চুল উঠে যায়। তবে শ্যাম্পু না করলে কিন্তু মাথার ত্বকে ঘাম, ময়লা জমতে শুরু করে। আর এই কারণেও চুল ঝরতে শুরু করে। তাই চুল নিয়ম করে পরিষ্কার করতে হবে।

৪) চুলে অতিরিক্ত তাপ প্রয়োগ করলেও কিন্তু চুল পড়ার সমস্যা বেড়ে যায়। তাই সাবধান! খুব প্রয়োজন না হলে কার্লার, স্ট্রেটনার, ড্রায়ারের মতো যন্ত্রগুলি এড়িয়ে চলাই ভাল। চুলে যত কম তাপ প্রয়োগ করবেন ততই ভাল।

৫) ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে সেই অভ্যাসে রাশ টানা ভীষণ জরুরি। অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান করলেও কিন্তু চুল উঠে যেতে পারে। তাই টাকের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে এই দুই অভ্যাস ছাড়তে হবে।

জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন যখন তখন হতে পারে

অফিস থেকে বাড়ি, পথেঘাটে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। আচমকা কোনও দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। চোখের সামনে কাউকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখলে, লোকজন ভিড় করলেও, বুঝে উঠতে পারেন না, কী করণীয়? সেই সময়, নানা মুনির নানা মতে রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতেই দেরি হয়ে যায়। তাতেই কিন্তু বিপদ ঘটে যেতে পারে।

পরিস্থিতিতে নজরক্ষ্ম আচমকা কারও বুকে ব্যথা শুরু হতে পারে, কেউ প্রবল ঘামতে ঘামতে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, বাড়িতে শিশু থাকলে আচমকা পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যেতে পারে, পথেঘাটে পড়ে গিয়ে কেউ প্রচণ্ড ব্যথা পেতে পারেন, হাড় ভেঙে যেতে পারে। যে কোনও পরিস্থিতিতেই জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমেই রোগীর দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

সাহায্যের জন্য ফোন আপাৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবার জন্য হেল্প লাইন নম্বর, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ফোন নম্বর, অ্যাম্বুল্যান্সের নম্বর-পুলিশের নম্বর সঙ্গে রাখা ভাল। রাস্তাঘাটে কারও বিপদ-আপদ হলে দ্রুত হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। এক দিকে রোগীর যেমন খেয়াল রাখতে হবে, তেমনই অন্য দিকে দ্রুত তাঁকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষত যদি কারও বুকে ব্যথা হয়। এ ক্ষেত্রে যত দ্রুত রোগীকে হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে, ততই ভাল। প্রাথমিক চিকিৎসা- লক্ষণ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা জরুরি।যেমন কারও হাঁপানি থাকলে বা আচমকা টান উঠলে, প্রথমেই সেই জায়গাটা ফাঁকা করে দিতে হবে। লোকজনের ভিড়ে আরও কষ্ট হতে পারে তাঁর। সেই ব্যক্তির কাছে ইনহেলার আছে কি না জেনে তাঁর হাতের কাছে দেওয়া প্রয়োজন। আবার অফিসে বা বাড়িতে বা রাস্তায় পড়ে গিয়ে গভীর চোট পেলে, বা কোন স্থান দ্রুত ফুলে গেলে সেখানে ঘষাঘষি না করাই ভাল। বরফ বা ঠান্ডা জল দেওয়া যেতে পারে। শিশু হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক, রাস্তায় পড়ে গিয়ে গভীর ক্ষত তৈরি হলে, পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে আগে রক্ত বন্ধ করা দরকার। তার পর দ্রুত স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বুকে ব্যথা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই জায়গাটি ফাঁকা করে দিতে হবে। ঘামতে থাকলে জামার বোতাম খুলে দিয়ে হাওয়া করা প্রয়োজন। চিকিৎসকের কাছে পৌঁছনোর আগে তাঁকে যথাসম্ভব আরাম দেওয়া দরকার।

ক্ষতি থেকে রক্ষা- কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসায় ভুল হলে বড় ক্ষতি হতে পারে। যেমন যদি কেউ পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পেলে তাঁকে নিয়ে বেশি এদিক-ওদিক করা উচিত নয়। বা কারও হাড় ভাঙলে, ব্যথার সেই অংশ টিপে দেখতে গিয়ে আরও বিপদ ঘটতে পারে। পুড়ে গেলে মাজন দেওয়ার বদলে, সেই জায়গায় ঠান্ডা জল দেওয়া দরকার। আঘাত লেগে রক্তপাত হলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে চেপে ধরেই রক্ত বন্ধের চেষ্টা করতে হবে। সেই সময় নোংরা রুমাল চেপে ধরলে সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হবে।

তথ্য সংগ্রহ- রাস্তাঘাটে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনা ঘটলে সেই মানুষটির জ্ঞান থাকাকালীন চেষ্টা করতে হবে, বাড়ির লোকের ফোন নম্বর, নাম-ধাম জেনে নেওয়ার। তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, কাকে খবর দিলে সুবিধা হবে, সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা থাকলে হাসপাতালেও চিকিৎসার সময় খুব সুবিধা হবে। দ্রুত বাড়ির লোককে খবর দেওয়া গেলে, তাঁরাও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তবে বাড়ির লোক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

মুখশুদ্ধি কিভাবে বানাবেন রইল পদ্ধতি

খাওয়ার পর অল্প হলেও একটু মুখশুদ্ধি খাওয়ার অভ্যাস আছে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করার পাশাপাশি খাবার হজম করতেও সাহায্য করে এই মুখশুদ্ধি। তাই বেনারস ঘুরতে গেলেই সেখানকার অলিগলি ঘুরে পছন্দসই মশলা বা মুখশুদ্ধি কেনেন। ফেরার সময়ে বাক্সবন্দি করে নানা রকম পানমশলা, মুখশুদ্ধি নিয়েও আসেন। কিন্তু প্রতি বারই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় সকলকে বিলি করতে গিয়ে তা শেষ হয়ে যায়। এখন সেই একই রকম জিনিস কিনতে আবার বেনারস ছোটা তো সম্ভব নয়। তা হলে কী করবেন? হাতের কাছে কয়েকটি জিনিস থাকলে বাড়িতেই তেমন মুখসুদ্ধি তৈরি করে ফেলা যায়। রইল পদ্ধতি।

উপকরণ: ২ কাপ মৌরি ১ কাপ সাদা তিল ২ কাপ ধনের বীজ আধ কাপ কুমড়োর বীজ আধ কাপ সূর্যমুখী ফুলের বীজ এক কাপ ডিলের বীজ ১ চা চামচ সৈন্ধব নুন ২ চা চামচ লেবুর রস আধ কাপ মিষ্টি মৌরি পদ্ধতি: ১) প্রথমে ছোট একটি পাত্রে লেবুর রস, অল্প নুন এবং জল মিশিয়ে নিন। তার মধ্যে মৌরি ভিজিয়ে রাখুন। ২) এ বার লেবুর রস এবং নুন জড়ানো মৌরিগুলো কিচেন টাওয়েলের উপর কয়েক ঘণ্টা ছড়িয়ে রাখুন। যাতে মৌরি পুরোপুরি শুকিয়ে যেতে পারে। ৩) ওই একই মিশ্রণে এ বার ডিলের বীজ ভিজিয়ে রাখুন। মৌরির মতো এই বীজগুলিকেও পেপার টাওয়েলের উপর ছড়িয়ে দিন। ৪) শুকনো খোলায় ধনে, মৌরি, তিল, ডিল, কুমড়ো এবং সূর্যমুখী ফুলের বীজ এক এক করে ভেজে নিন। এমন ভাবে ভাজবেন যাতে বীজগুলি পুড়ে না যায়। অথচ মুচমুচে হয়।

ফিট থাকতে কি কি করবেন

ফিট থাকতে গেলে জিমে যেতে হবে। আর জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার জন্য চাই সময়। কর্মব্যস্ত জীবনে রোজ অফিসে বেরোনোর তাড়ায় জিমে যাওয়ার জন্য সময় বার করতে পারেন না অনেকেই। খরচ করে জিমে ভর্তি হলেও খুব বেশি দিন জিমে যাওয়া সম্ভব হয় না অনেকের। জিমে না গিয়েও কিন্তু ফিট থাকা যায়, এমনকি রোগাও হওয়া যায়।

এর জন্য জীবনে কয়েকটি বদল আনা জরুরি। অফিসের কাজের সঙ্গে কোনও রকম আপস না করে কী ভাবে ফিট থাকবেন, ভাবছেন? তবে এক মাস বদল আনলেন, কিন্তু তার পরেই আগের মতো অনিয়ম শুরু করে দিলেন, এমনটা করলে চলবে না। ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে তবেই পাবে সঠিক ফল। জেনে নিন, জিমে না গিয়েও কী ভাবে ফিট থাকবেন।

১) ওজন বাড়লেই শরীরে হাজারটা রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করে। তাই ফিট থাকতে নিয়ম করে শরীরচর্চা কিন্তু করতেই হবে। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে না চাইলে অফিস থেকে ফিরে শরীরচর্চার জন্য অন্তত আধ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখুন। বাড়িতেই কার্ডিয়ো ব্যায়াম করতে পারেন। এ ছাড়া, নিয়ম করে হাঁটাহাঁটি, সাইক্লিং, জগিংও করতে পারেন। ওজন কমাতে যোগাসনেও ভরসা রাখতে পারেন। শরীর যত সচল থাকবে, হজম প্রক্রিয়াও ততই ভাল হবে, ওজনও বশে থাকবে।

২) ডায়েট থেকে চিনি বা মিষ্টি একেবারেই বাদ দিয়ে দিন। ওজন বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল শর্করা। ডায়েটে শর্করার মাত্রা কমিয়ে আনলেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ফলে সকালে চিনি দেওয়া দুধ চা, দুপুরে খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ, রাত জেগে সিনেমা দেখার সময়ে কেক, চকোলেট খাওয়া এই সব অভ্যাস বন্ধ করুন।

৩) ডায়েটে ফাইবার বেশি করে রাখতে হবে। খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বাড়ালে হজম প্রক্রিয়া ভাল হয়। খাবার ভাল হজম হলে মেদ কম জমে শরীরে। ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটের মাত্রা কমিয়ে প্রোটিন বেশি করে রাখুন।

৪) প্রাতরাশে ফাঁকি দিলে কিন্তু চলবে না। একেবারে পেটভর্তি করে খাবার না খেয়ে, সারা দিন অল্প করে খাবার বার বার খাওয়ার অভ্যাস করুন। রাতের খাওয়া ৮টার আগে সেরে ফেলতে পারলে খুব ভাল। তা না করতে পারলে খাওয়াদাওয়ার অন্তত দু' থেকে তিন ঘণ্টা পর ঘুমোতে যান। ৫) মানসিক চাপ বাড়তে দিলে চলবে না। আর মানসিক চাপ কমাতে ঘুম ভীষণ জরুরি। রাত জাগার অভ্যাস থাকলে তাতে বদল আনুন। শরীর চাঙ্গা রাখতে দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টার ঘুম পূরণ করতেই হবে। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে সকালে তাড়াতাড়ি ওঠার অভ্যাস শুরু করুন। সকালটা তাড়াতাড়ি শুরু করলে দিনে অনেকটা সময় নিজের জন্য বরাদ্দ করতে পারেন।

ডায়েটে তেঁতুলের শরবত রাখতে পারেন

চাট হোক কিংবা ফুচকা মুখরোচক খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করতে তেঁতুলের কোনও জবাব নেই। গৃহস্থ বাড়িতে তেঁতুলের ব্যবহার মানেই হয় তা কোনও ঘরোয়া কাজে, নয়তো খাদ্যে স্বাদবৃদ্ধির উপাদান হিসাবে। কিন্তু তেঁতুল যে স্বাস্থ্যকর আরও কিছু দিক রয়েছে, সে খবর রাখেন কি? জেনে নিন, কেন রোজের খাদ্যতালিকায় তেঁতুল রাখা জরুরি। ১) তেঁতুলে থাকা নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। এই সময়ে হবু মায়েদের অনেকের ক্ষেত্রেই রক্তচাপ বেড়ে যায়। তেঁতুলের পটাশিয়াম এবং আয়রন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তাই তেঁতুল খাওয়া অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য বেশ উপকারী। ২) তেঁতুলের মধ্যে থাকা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড খাবার থেকে আয়রন সংগ্রহ করে শরীরের বিভিন্ন কোষে তা পরিবহণ করে। ফলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। ৩) অনেকেই সারা বছর ধরে বদহজমে ভোগেন। হজমজনিত সমস্যা রুখতে তেঁতুল কিন্তু ভাল দাওয়াই হতে পারে। এক কাপ জলে তেঁতুল ভিজিয়ে সামান্য নুন, চিনি বা গুড় মিশিয়ে খেলে বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তেঁতুলে ডায়াটারি ফাইবার ভাল মাত্রায় থাকে, যা হজম করতে সাহায্য করে। গ্যাস-অম্বলের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেও ভরসা রাখতে পারেন তেঁতুলের উপর।

৩) তেঁতুলের অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি গুণ পরোক্ষে রক্তে শর্করার মাত্রাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তেঁতুলে উপস্থিত উৎসেচক শরীরে শর্করার শোষণ মাত্রা কমিয়ে দিয়ে শর্করা নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়। ফলে ডায়াবিটিসকে অনেকটাই প্রতিরোধ করে তেঁতুল। ৪) বর্ষার মরসুমে ঠান্ডা লাগা এবং সর্দিকাশি থেকে রেহাই পেতে গরম জলে তেঁতুল আর গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান, যেগুলি শারীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধেও তেঁতুল অত্যন্ত কার্যকর। ৫) তেঁতুলে হাইড্রক্সিসাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরে চর্বি জমতে দেয় না। এই অ্যাসিড সেরোটোনিন নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রা বাড়িয়ে খিদে কমায়। খাবারে রাশ টানলেই ওজন বাড়বে না। এ ক্ষেত্রে ডায়েটে তেঁতুলের শরবত রাখতে পারেন। তেষ্টাও মিটবে, আর সুস্বাস্থ্যও পাওয়া যাবে।

আপেল খেতে চায় না খুদে তিন কৌশলে খাওয়াতে পারেন

নিরোগ থাকতে রোজ একটি করে আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। দীর্ঘায়ু পেতে ফল খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। তবে আপেল ফলের রাজা না হলেও, অনেক শারীরিক সমস্যার দাওয়াই। আপেলের স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। মিনারেলস, ফাইবার, ভিটামিনে ভরপুর এই ফল শরীরের যত্ন নেয়। শিশুদের জন্যেও আপেল খুব উপকারী।

অনেকেই একরত্তি শিশুকে আপেল সেদ্ধ করে খাওয়ান। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেও আপেল স্বাস্থ্যকর। তবে রোজ একটি করে আপেল কামড়ে না খেয়ে বরং অন্য ভাবে খেতে পারেন। কী ভাবে?

জুস- দোকান থেকে প্যাকেটজাত "অ্যাপেল জুস" না খেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। বাজারচলতি শরবতে আলাদা করে চিনি মেশানো থাকে। এ ভাবে যদি চিনি রোজ শরীরে প্রবেশ করতে থাকে, তা হলে অল্প দিনেই ওজন বেড়ে যাবে। তাই আপেলের জুস বাড়িতেই তৈরি করে খান। এবং আলাদা করে চিনি মেশাবেন না।

স্মুদি- আম কিংবা স্ট্রবেরি স্মুদি তো খেয়েছেন, কিন্তু আপেল দিয়ে কখনও স্মুদি কি চেখে দেখেছেন? বাদাম, ইয়োগার্ট আর আপেল দিয়ে দুর্দান্ত স্বাদের স্মুদি হতে পারে। তা ছাড়া ইয়োগার্ট, বাদামও কম উপকারী নয়। মাঝেমাঝে আপেলের স্মুদি খেলে শরীর পুষ্টি পাবে। আপেল প্যানকেক- আপেল দিয়ে প্যানকেকও তৈরি করে নিতে পারেন। সকালের জলখাবারে কী বানাবেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়। তা ছাড়া প্যানকেক সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকরও হতে হবে। সেক্ষেত্রে আপেল প্যানকেক কিন্তু ভাল বিকল্প। আপেল খাওয়াও হল, আবার শরীরও পুষ্টি পেল।

পাউরুটি সুস্বাদু খাবার

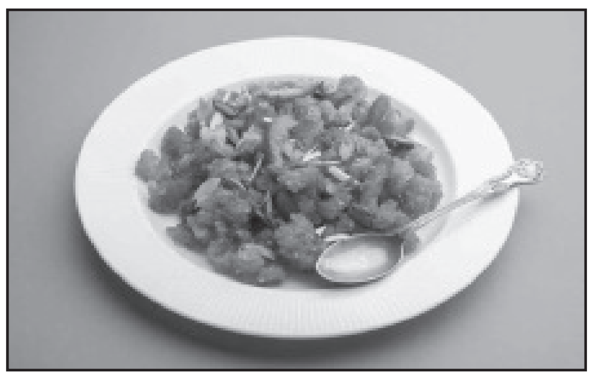

রাতে খাবার খাওয়ার পর অনেক সময়ই মিষ্টিমুখ করতে মন চায়। অনেকেই আছেন যাদের আবার মাঝরাতে উঠে মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে। স্বভাবটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভাল না হলেও তখন হাতের কাছে মিষ্টি না পেলে মনটা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। কমবেশি সকলের ফ্রিজেই থাকে পাউরুটি। সেই পাউরুটি দিয়ে চটজলদি মিষ্টির সুস্বাদু পদ বানিয়ে ফেলতে পারেন। খুব অল্প কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন পাউরুটির হালুয়া। রইল রেসিপি।

উপকরণ: ১২ থেকে ১৫ টুকরো পাউরুটি
১ কাপ দুধ
স্বাদমতো কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম
আধ কাপ চিনি
১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো
৫০ গ্রাম ঘি
২৫ গ্রাম খোয়া ক্ষীর

প্রণালী:

পাউরুটির ধারগুলো বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। এ বার ফ্রাইং প্যানে ঘি গরম করে পাউরুটির টুকরোগুলি লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই পাত্রে আরও কিছুটা ঘি গরম করে কুচি করে রাখা কাজু-কিশমিশ -বাদাম হালকা করে ভেজে নিন। এ বার সেই মিশ্রণে এক কাপ জল ঢেলে দিন। জল ফুটলে চিনি দিয়ে রস বানিয়ে নিন। রস খানিকটা ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে পাউরুটির টুকরোগুলি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে গাঢ় করে রাখা দুধ, এলাচ গুঁড়ো, নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি খোয়া ক্ষীর দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মিশ্রণটি হালুয়ার মতো হয়ে গেলে উপর থেকে ঘিয়ে ভেজে রাখা আরও খানিকটা কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ঠান্ডা হোক কিংবা গরমাগরম যে কোনও ভাবেই খেতে পারেন এই পাউরুটির হালুয়া।

সব্জি-ফলের রসেই বশে থাকবে বাড়তি ওজন

ওজন কমানোর জন্য বহু কসরত করেও লাভ হচ্ছে না! সকালে দৌড়চ্ছেন, গ্রিন টি-তে চুমুক দিচ্ছেন, পাতে থাকছে পরিমাপ অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভাল ফ্যাট। তা-ও আশাপ্রদ ফল পাচ্ছেন না! তা হলে বরং এ সবেরই মাঝেই চুমুক দিন বিশেষ পানীয়ে। রসের জেরেই বশে থাকবে ওজন। এই পানীয় প্রস্তুতির মূল উপাদান হল মুলো। শীতকালে ভাল মানের মুলো পাওয়া গেলেও, ইদানীং বছরভরই শীতের সব্জি মেলে। বাজারে খোঁজ করলে তাই এই সব্জিও পাওয়া যাবে। সঙ্গে লাগবে গাজর, আপেল, কমলালেবু, আদা, হলুদ। প্রতিটি উপাদানেরই নিজস্ব গুণ আছে। জল ও ফাইবারে পরিপূর্ণ মুলোতে ক্যালোরির পরিমাণ বেশ কম। মুলো খেলে পেট ভরে, অথচ ক্যালোরি কম যায়। তাই রোগা হওয়ার লড়াই যাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য মুলো বেশ উপকারী। পাশাপাশি বিপাকহার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সব্জিটি। আপেলেও রয়েছে প্রচুর ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ। অথচ ক্যালোরির পরিমাণ বেশ কম। কমলালেবু ভিটামিন সি-তে পরিপূর্ণ। যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে পরিপূর্ণ পাতিলেবু। এ ছাড়াও যে সমস্ত উপাদান বিশেষ পানীয়টি তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে, তার প্রতিটির নিজস্ব পুষ্টিগুণ রয়েছে।

এই পানীয় শুধু ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করবে না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, হজমশক্তি বাড়াতে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতেও এটি কার্যকর। কী ভাবে তৈরি করবেন এই রস বা পানীয়?

উপকরণ ৬টি মুলো ৩টি গাজর ১টি বড় আপেল ১টি কমলালেবু ১টি পাতিলেবু আধ ইঞ্চি আদা সামান্য হলুদ ও জল

প্রণালী

মুলো ও গাজর ধুয়ে উপরের খোসাটি ছাড়িয়ে কুচিয়ে নিতে হবে। আপেলও কেটে বীজগুলি ফেলে দিতে হবে। কমলালেবু খোসা ছাড়িয়ে কোয়া বার করে বীজগুলি ফেলে দিতে হবে। আদাও খোসা ছাড়িয়ে কুচো করে নিতে হবে। এবার সব ক'টি উপকরণ মিক্সারে নিয়ে বেটে ছেঁকে নিতে হবে। একদম শেষে মিশিয়ে দিতে হবে পাতিলেবুর রস। বরফকুচি যোগ করে এই রস খেলেই ছিপছপে চেহারা, সুস্থ শরীরের স্বপ্ন আর অধরা থাকবে না। প্রতিদিন ১ গ্লাস করে এই পানীয় খেলে বশে থাকবে ওজন। তবে এর সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চা, জল খাওয়া, সুষম ও পরিমিত খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আশিস সাহা বক্তব্য তুলে ধরেন।

কী কারণে অসমে বিদেশি শনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১, কেন কেবল অসমের জন্য নাগরিকত্ব আইনে সংযোজিত ৬(এ) ?

।। সমীপকুমার দাস।।গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট ভারত সরকার, অসম সরকার এবং 'অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' (এএএসইউ বা আসু) ও 'অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ' (এএজিএসপি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক অসম চুক্তি অনুসারে রাজ্যে বিদেশি শনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাত পর্যন্ত কেন ধার্য করা হয়েছে? পরবর্তীতে ভিত্তিবর্ষকে সাংবিধানিক বৈধতা দিতে ওই সালের ডিসেম্বরে নাগরিকত্ব আইনে কেন সংযোজন করা হয়েছে দফা ৬(এ)।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন সার্চলাইট শীর্ষক সামরিক অভিযানে ওই দেশের (পূর্ব পাকিস্তান) নাগরিকদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধাদের দমন ও নির্মূল করতে চালানো হয়েছিল নৃশংস অভিযান। পাক সেনার নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে অসমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ঢল নেমেছিল হিন্দু বাঙালির স্রোত। ওই সব মানুষকে অসম থেকে বিতাড়িত করতে আসু ১৯৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

অসম চুক্তি অনুসারে ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাত পর্যন্ত অসমে আগত অনুপ্রবেশকারীদের শর্তসাপেক্ষে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

এর পর সংযোজিত নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর ৬এ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনের ভিত্তিতে ওঠে কয়েকটি প্রশ্ন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম ১৯৭১ সাল প্রত্যাহার হলে ডাস্টবিনের কাগজ হবে নাকি অসম চুক্তি? দ্বিতীয়ত ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ সাল হলে কি প্রয়োজন হবে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা বাস্তবায়নের? তৃতীয়ত, ১৯৫১ সাল বিদেশি শনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ হলে খিলঞ্জিয়ারা (ভূমিপুত্র) কি সাংবিধানিক সুরক্ষা পাবেন? চতুর্থত, ১৯৭১ সাল প্রত্যাহার হলে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) কি ডাস্টবিনের কাগজে রূপান্তরিত হবে? পঞ্চমত, ১৯৭১ সাল প্রত্যাহার হলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে? ষষ্ঠত, সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ভিত্তিবর্ষ 'সিএএ'-এর ওপর প্রযোজ্য হবে কি? সপ্তমত, ১৯৭১ সালকে বহাল রাখার যুক্তি কী? অষ্টমত, ১৯৭১ পর্যন্ত আগত বিদেশিদের নাগরিকত্ব দিতে কেন চেয়েছে আসু? নবমত, অসম সরকার কেন ১৯৭১ সালের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছে?ভারতের অন্য রাজ্যে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১, অথচ অসমে ১৯৭১ সাল।

আজ বৃহস্পতিবার দেশের সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে অসমে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকেই নির্ধারণ করেছে। এছাড়া ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর এখন রাজ্যবাসীর মুখে মুখে নাগরিকত্ব আইনের ধারা ৬(এ)। ৬(এ) ধারা কী, কী কাজ, এই ধারা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কীভাবে ধারাটি এই আইনে সংযুক্ত হয়েছে? তাছাড়া কেবল অসমের ক্ষেত্রে কেন এই ব্যবস্থা?

মূলত, ছয় বছরের বিদেশি খেদা আন্দোলনের পর ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট মাসে সম্পাদিত হয় ত্রিপাক্ষিক অসম চুক্তি। এর পর ওই বছরের ডিসেম্বরে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে এই আইনে ৬(এ) দফা সংযুক্ত করা হয়েছিল। নাগরিকত্ব আইনের এই দফার বলে ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাত পর্যন্ত অসমে প্রবেশকারী পূর্ব পাকিস্তানি (অধুনা বাংলাদেশ)-দের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগে বাংলাদেশ নামে কোনও দেশ ছিল না। তখন ছিল পাকিস্তানের অধীন পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত মহাযুদ্ধে ওই অঞ্চলের মানুষ ভারতীয় সেনার সহায়তায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেছিলেন। সেই পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পর এখনও ওই দেশ থেকে অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে অসমের জনবিন্যাস পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) মানুষজনের রাজনৈতিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক - প্রতিটি ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্যই রাজ্যে 'সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন' এবং 'অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব সংগঠিত হয়েছিল ছয় বছরের অসম আন্দোলন। ৮৫৫ জন শহিদের বিনিময়ে পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে ভারত সরকার, অসম সরকার এবং আন্দোলনকারী 'অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' ও 'অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ' (এএজিএসপি)-এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক ঐতিহাসিক অসম চুক্তি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসম চুক্তি সম্পাদনের পর 'সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন'-এর বহু নেতা ও কর্মী এবং 'অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ'-এর প্রায় সবাই 'অসম গণ পরিষদ' (অগপ) নামে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। অগপর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হয়েছিলেন আসু সভাপতি প্রফুল্লকুমার মহন্ত। ৮৬-র বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রফুল্ল মহন্তের নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছিল অগপ। অগপ এখন অসমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম শরিক দল। 'অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ'-এর কোনও অস্তিত্ব এখন না থাকলেও বহাল রয়েছে 'সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন' সংক্ষেপে আসু। ঐতিহাসিক এই অসম চুক্তি অনুসারেই অসমে বিদেশি শনাক্তকরণের জন্য ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাত নির্ধারণ করা হয়। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সে সময়ের পরিস্থিতির শিকার হয়ে অসমে প্রবজনকারীদের মানবিক দৃষ্টিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে ৬ (এ) ধারা সংযোজন করে ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পর কিংবা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতের আগমুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ সহ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল স্থান থেকে অসমে যে সকল মানুষ এসেছেন এবং তখন থেকে সংশ্লিষ্টরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যের বাসিন্দা, তাঁরা ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুসারে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করবেন। তবে তাঁদের ১৮ ধারার অধীনে নিজদের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।এদিকে বিভিন্ন সময় অসমে রাজনৈতিক কারণে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মতানৈক্যেরও সৃষ্টি হয়ে আসছিল।

সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭১-এর সপক্ষে দাঁড়ালেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে নানা সময়ত নানা স্থিতি অবলম্বন করছিল। কেউ কেউ সরকারিভাবে ১৯৭১-এর সপক্ষে শপতনামা দাখিল করলেও, আবার তারাই প্রকাশ্য সমাবেশে ১৯৫১ সালের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে অন্য এক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে।

আজ ভারতের শীর্ষ আদালত অসম চুক্তিকে স্বীকৃতি প্রদান করে যে রায় প্রদান করেছে তাতে এই চুক্তি আইনগতভাবে বৈধ এবং প্রয়োগযোগ্য নীতি হিসেবে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এতে নাগরিকত্ব এবং অনুপ্রবেশকারী সমস্যাবলির সমাধান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এছাড়া আজকের রায়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ কমিয়ে ভূমিপুত্রদের জাতিগত পরিচয় এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) প্রক্রিয়া সম্পর্কে চলমান বিতর্কেরও অবসান ঘটবে।

কেবল তা-ই নয়, প্রশাসনিক সংস্কারের পথেও হাঁটতে বাধ্য হবে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এখন আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেড়া দিতে, বিদেশী ট্রাইব্যুনালগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি দখলের উদ্বেগগুলিকে মোকাবিলা করতে আরও চাপের সম্মুখীন হতে পারে।আরও মনে করা হচ্ছে, আজকের রায় সম্ভবত অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং নাগরিকত্বের বিষয়ে অসমের নীতি গঠন করে এই অঞ্চলের আইনি ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে।

আদি কবির বর্ণিত আদর্শের পথে চলার চেষ্টা করা উচিত সবাইকে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরত (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে রাষ্ট্রপতি মুর্মু লিখেছেন, আদি কবির বর্ণিত আদর্শের পথে চলার চেষ্টা করা উচিত সবাইকে। রাষ্ট্রপতি এক্স মাধ্যমে লেখেন, 'মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা! আদি কবি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য রামায়ণ মানব সমাজকে ভগবান শ্রী রামের ঐশ্বরিক কাহিনী উপহার দিয়েছে। রামায়ণে মানব আদর্শের এক অনন্য চিত্র পাওয়া যায়। আদি কবির বর্ণিত আদর্শের পথে চলার চেষ্টা করা উচিত সবাইকে। মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র স্মৃতিতে প্রণাম!'

ভাষা হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্মা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): ভাষা হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্মা, তাই পালি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা সবার দায়িত্ব। আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অভিধম্ম দিবস ও পালি ভাষার স্বীকৃতি উৎসবে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভাষা হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্মা, তাই পালি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা সবার দায়িত্ব, ভগবান বুদ্ধের বাণীকে বাঁচিয়ে রাখা কর্তব্য। আমি খুশি যে আমাদের সরকার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার আগে হানাদাররা ভারতের পরিচয় মুছে ফেলার কাজে লিপ্ত ছিল এবং স্বাধীনতার পর মানুষ দাসত্বের মানসিকতার শিকার হয়। ভারত এমন এক বাস্তুতন্ত্র দ্বারা বন্দী হয়েছিল যা আমাদের বিপরীত দিকে ঠেলে দিতে কাজ করেছিল। পালি ভাষাকে নিজস্ব সঠিক স্থান পেতে সাত দশক লেগেছে। দেশ এখন আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, আত্মঅহংকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই কারণে দেশ বড় বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অতএব, এখন পালি ভাষা একটি ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে এবং একই সঙ্গে মারাঠি ভাষাও একই সম্মান পায়। একইভাবে আমরা বাংলা, অসমীয়া ও প্রাকৃত ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছি।'

বাল্মীকি জয়ন্তীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বাল্মীকি জয়ন্তীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'আপনাদের সবাইকে বাল্মীকি জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও আপলোড করে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন বাল্মীকি জয়ন্তীর। উল্লেখ্য, প্রতি বছর আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাল্মীকি জয়ন্তী পালিত হয়। বাল্মীকি জয়ন্তী উপলক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঝাঁকি বের হয়।

শুক্রবার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার জন্মদিন

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ১৮ অক্টোবর ১৯৫৬ চেকস্লোভাকিয়ার প্রাগে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত প্রাক্তন আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ ছিলেন।

চেক-আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড় নাভ্রাতিলোভা ৮ থেকে ৯ এর দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক টেনিস অঙ্গনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ও সেরা প্রমিলা খেলোয়াড়ের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

নাভ্রাতিলোভা ১৮ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম এককে বিজয়ী হয়েছেন। ৩১ বার মহিলাদের দ্বৈতে শিরোপা জিতে সর্বকালের সেরা রেকর্ড গড়েছিলেন। এছাড়া ১০ বার প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতার মিশ্র দ্বৈতে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। উইম্বলডনে তাঁর রেকর্ড খুবই উজ্জ্বল। এই প্রতিযোগিতায় এককের ফাইনালে ১২ বার অংশ নিয়ে রেকর্ডসংখ্যক ৯ বার বিজয়ী হয়েছেন। মার্গারেট কোর্ট এবং ডরিস হার্টের সাথে তিনিও গ্র্যান্ড স্ল্যামের বক্সড সেট নামে পরিচিত গ্র্যান্ড স্ল্যামের একক, দ্বৈত এবং মিশ্র দ্বৈত জয় করেছেন।

আধুনিক টেনিস যুগের এককে সর্বাধিক ১৬৭ বার এবং দ্বৈতে ১৭৭ বার জয় করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন তিনি।

এছাড়াও সর্বাধিক ৭৪টি খেলায় ধারাবাহিকভাবে বিজয়ী হওয়ার রেকর্ড রয়েছে তার। ধারাবাহিকভাবে ১১ বার প্রধান প্রতিযোগিতাগুলোর এককের ফাইনালে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন, স্টেফি গ্রাফ করেছেন ১৩ বার। মহিলাদের দ্বৈতে প্যাম শ্রিভারের সাথে ১০৯টি খেলায় বিজয়ী হয়েছেন।

প্রাক্তন বিশ্বের ১নং মহিলা খেলোয়াড় বিলি জিন কিং নাভ্রাতিলোভা সম্পর্কে ২০০৬ সালে বলেছিলেন, 'প্রমিলাদের টেনিস ইতিহাসের জীবিত খেলোয়াড়ের মধ্যে একক, দ্বৈত এবং মিশ্র দ্বৈতে তিনি সর্বোত্তম'

খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় ২০১০ সালে তিনি স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ও পরের মাসেই চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেন।

নির্মাণ কাজ শেষ, শীঘ্রই খুলে দেওয়া হবে কাটোয়া রেল স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া রেল স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। কাটোয়া রেল স্টেশনে শীঘ্রই তা খুলে দেওয়া হবে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। যাত্রী সাধারণের সুবিধা করে দিতে এই উদ্যোগ। ছয় মিটারের চওড়া এই পায়ে হেঁটে ওভারব্রিজ দিয়ে ১ থেকে ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সহজেই যাতায়াত করা যাবে। মূল প্রবেশ পথের সঙ্গে ও স্টেশনে ঢোকার মুখে দ্বিতীয় রাস্তায়ও তা যুক্ত রয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের সমস্যা মিটবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমে গেল। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ। এক বার্তায় পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বয়স্ক যাত্রীদের পাশাপাশি শারীরিক ভাবে সক্ষমদের কথা ও বিবেচনা করে সমস্ত রকম পরিষেবা রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রেলযাত্রীদের ট্রেনে উঠতে সুবিধা হবে। এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে অনায়াসেই যাওয়া যাবে। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, নতুন এই পরিকাঠামোর দরুণ যাত্রীদের সুরক্ষা সহ অনেক ধরনের সমস্যা মিটল।

মথুরায় বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা গাড়ির, মৃত্যু দুই মহিলা-সহ ৪ জনের

মথুরা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ৫ জন আহত হয়েছেন। মৃত ৪ জনের মধ্যে দু"জন মহিলা। হতাহতরা বিহারের গয়া জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে, পেশায় সবাই শ্রমিক। এসএসপি শৈলেশ পান্ডে বলেছেন, বৃহস্পতিবার সকালে এই শ্রমিকরা আলিগড় থেকে একটি পিকআপ গাড়িতে করে হরিয়ানা যাচ্ছিলেন, সেই সময় গাড়িটি রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়ে এবং পিকআপ গাড়িটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। খুঁটিতে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তার ছিঁড়ে পড়ে। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে এড়াতে চালক গাড়িটিকে পেছনে নিলে, রাস্তায় পড়ে যাওয়া শ্রমিকদের পিষে দেয়। দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যায়।

কাশ্মীরে পিছলে গেল সিআরপিএফ এর ট্রাক, আহত ১২

শ্রীনগর, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের বদগামে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে যায়। তাতে কমপক্ষে ১২ জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলার খাইগাম এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে যাওয়ার একটি ট্রাক রাস্তা থেকে পিছলে পড়ে। এতে ১২ জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ডেল স্টেইন সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বোলিং কোচের পদ ছাড়লেন

হায়দরাবাদ, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : ডেল স্টেইন আইপিএল ২০২৫-এ ফিরবেন না। সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বোলিং কোচের পদ ছাড়লেন স্টেইন। তবে স্টেইন বলেছেন যে তিনি সাউথ আফ্রিকা টি টোয়েন্টি (এসএ) লিগে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন। বৃহস্পতিবার স্টেইন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন "সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে অনেক ধন্যবাদ। কয়েক বছর তাদের সঙ্গে আইপিএলে বোলিং কোচ হিসেবে থাকার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত, আসন্ন আইপিএলে আমি থাকবো না। তবে, আমি দক্ষিণ আফ্রিকা টি টোয়েন্টি লিগে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের সঙ্গে কাজ করে যাব।"

শুক্র ও শনিবার পঞ্জাব, রাজস্থান সফরে উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর শুক্রবার পঞ্জাব এবং শনিবার রাজস্থান সফরে যাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার তিনি পঞ্জাবের মোহালিতে একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। শনিবার উপরাষ্ট্রপতি সস্ত্রীক রাজস্থানের সিকার-এ একদিনের সফরে যাবেন। সেখানে তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সভাপতিত্ব করবেন।

হরিয়ানা সফরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল

আহমেদাবাদ, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বৃহস্পতিবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হরিয়ানা সফরে রয়েছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরে

বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযান : সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স): বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির শীর্ষ নেতা বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করেন অমিত শাহ।উল্লেখ্য, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ও বিজেপি নেতা বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে বুধবার বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযানের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম সক্রিয় সদস্যও হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আর বৃহস্পতিবার সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করলেন অমিতশাহ।

সুপ্রিম কোর্টের ৫১-তম প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন সঞ্জীব খান্না, তাঁরই নাম প্রস্তাব চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী তথা ৫১-তম প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় প্রথা অনুযায়ী, বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তাব করেছেন। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে তিনি দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নাম প্রস্তাব করেছেন।কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লিখে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন, যেহেতু তিনি ১১ নভেম্বর অবসর নিচ্ছেন, তাই বিচারপতি সঞ্জীব খান্না হবেন তাঁর উত্তরসূরি। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের পর, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না হতে চলেছেন সুপ্রিম কোর্টের ৫১-তম প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার অবসর নেওয়ার কথা ২০২৫ সালের ১৩ মে, অর্থাৎ নিজের অবসর গ্রহণের আগে ৬ মাসের মেয়াদে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকবেন সঞ্জীব খান্না।আগামী ১০ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। তার পরেই দেশের ৫১-তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেওয়ার কথা বিচারপতি খান্নার। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তবে প্রধান বিচারপতি হিসাবে খান্নার কার্যকালের মেয়াদ খুব একটা দীর্ঘ হবে না। ২০২৫ সালের ১৩ মে অবসর গ্রহণ করবেন তিনি।দিল্লির জেলা আদালতে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু খান্নার।

বৃহস্পতিবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় সিপিএম সদর কার্যালয়ে। নিজস্ব ছবি।

ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর:পশ্চিম জেলা ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে নাগেরজলায় একসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম জেলা ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘ নাগেরজলা শাখার পূর্ব কমিটির সময়সীমা শেষ হওয়ার ফলে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন পশ্চিম জেলা বাস জীপ চালক সংঘের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হক।

তিনি তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার কথা জানান। যাত্রী পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার জন্য মোটর শ্রমিক সহ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

কংগ্রেস বিধায়কের বাড়িতে চোরের হানা, গ্রেপ্তার ৫ লক্ষ টাকা সহ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর:কংগ্রেস বিধায়ক প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায়ের বাড়িতে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় সাফল্য পেল প্রশাসন। গত ১৩ অক্টোবর কংগ্রেস বিধায়কের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছিল।

প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় পাঁচ লাখ টাকা সহ আটক এক ব্যক্তি। গত ১৩ই অক্টোবর বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়েভর বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়। পূর্ব থানাতে অভিযোগ করার পর তিন দিনের মাথায় পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং কলেজটিলা ওপির ওসি শ্যামল দেবনাথের নেতৃত্বে এই চোরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে পূর্ব থানাতে।বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ দে এই সাফল্যের খবর জানিয়েছেন।

শব্দবাজি বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর:আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় শব্দবাজি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ ও প্রশাসন। শব্দ দূষণ রোধে ৯০ ডেসিবলের বেশি শব্দবাজী বিক্রি ও ফাটানোর উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পুলিশ ও সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আগরতলা শহর এলাকার বাজারগুলিতে শব্দবাজি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপার এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, গতকাল আগরতলা শহর এলাকার দুর্গা চৌমুহনী, লেক চৌমুহনী, বটতলা ও মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দোকানীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দীপাবলির উৎসব পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর:বৃহস্পতিবার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন মেলারমাঠস্থিত সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। এছাড়া ঐদিন প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য নেতৃত্বরা।

এদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের সামনেও দলীয় পতাকা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটিকে উদযাপন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে ৫ লক্ষাধিক মূল্যের শব্দবাজি এবং ৩২০ কেজি নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ও প্লেট বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ অক্টোবর।। আজ ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ধর্মনগর বাজারের মহেশস্মৃতি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে ৫ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যমানের শব্দবাজি ও নিষিদ্ধ ৩২০ কেজি প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং প্লাস্টিক প্লেট উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা। অভিযানে অংশ নিয়েছিল ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন, আবগারি দপ্তর, ধর্মনগর পৌর পরিষদ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর।

ধর্মনগর মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ এক সাক্ষাৎকারে জানান, লক্ষ্মী পূজা থেকে দেওয়ালি পর্যন্ত কোনো ধরনের বিকট শব্দের আতশবাজি যাতে কেউ ফোটাতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আজকের এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। বাজারের বিভিন্ন দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ আতশবাজি এবং ত্রিপুরা সরকারের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ও প্লাস্টিক প্লেট উদ্ধার করা হয়েছে।তিনি আরও জানান, দেওয়ালি পর্যন্ত এই অভিযান চলমান থাকবে। অভিযানের সময় এক ব্যবসায়ীকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ মজুদ রাখার অপরাধে ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তাছাড়া আতসবাজী গুলি কে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা জলে ভিজিয়ে নষ্ট করে দেয়।

পুলিশ সুপারকে সাথে নিয়ে পানিসাগরে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা পরিদর্শনে ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই-কে সাথে নিয়ে পানিসাগরে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স অনুরাগ।প্রসঙ্গত, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার পেকুছড়া এলাকায় গতকাল এক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও, উত্তরের তিনটি মহকুমায় নতুন আইনের ১৬৩ ধারা কার্যকর রয়েছে।পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএসএফ, সিআরপিএফ, টিএসআর এবং পুলিশের বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আজ ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স অনুরাগ উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারের অভিনাস রাই-এর সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন।সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি জানান যে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অভিযানে ভারতীয় পতাকাবাহী দুটি ফিশিং ট্রলারসহ ৩১ জেলে আটক

ঢাকা, মনির হোসেন।। মা ইলিশসহ ৪৭৫ প্রজাতির মাছের প্রজনন নিশ্চিতে ২২ দিনের মৎস্য অবরোধ চলাকালে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে মাছ শিকারের অপরাধে ভারতীয় পতাকাবাহী দুটি ফিশিং ট্রলারসহ ৩১ জেলেকে আটক করেছে নৌ বাহিনী।

বুধবার পায়রা বন্দরের জেটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নৌবাহিনী। বানৌজা শহিদ আখতার উদ্দিন জাহাজের কমান্ডিং অফিসার লে. মো. মোসিউল ইসলাম বলেন, গত ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিএনএস শহীদ আখতার উদ্দিন নিয়মিত প্যাট্রোলিং চলাকালে জাহাজটির রাডারে সন্দেহজনক ট্রলারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ট্রলার দুটির তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বিদেশি পতাকাবাহী ট্রলার হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এ সময় ট্রলার দুটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নৌবাহিনী জাহাজ শহীদ আখতার উদ্দিন ধাওয়া করে বাংলাদেশের জলসীমার অভ্যন্তরেই আটক করতে সক্ষম হয়।

আটককৃত ট্রলার দুটি ভারতীয় পতাকাবাহী ফিশিং ট্রলার। ট্রলারে মোট ৩১ জন সদস্য ছিলেন। তাদের সবাই ভারতীয় নাগরিক। পরবর্তীতে আটককৃত ফিশিং ট্রলার দুটি পটুয়াখালীতে নিয়ে আসা হয় এবং যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটককৃত ফিশিং ট্রলার ও জেলেদের কলাপাড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের কলাপাড়া থানার ওসি মো. জুয়েল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করায় বঙ্গোপসাগরে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় দুটি ট্রলারসহ ৩১ জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী। আটক জেলেদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, আটক জেলেরা সকলে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

খতিয়ে দেখে এসআই ও তিন এসপিওকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জি বি হাসপাতালে বাদল ত্রিপুরার মৃত্যু হয়েছে। আজ তাঁর মৃতদেহ নিয়ে সাব্রুম মহকুমার মনু থানা ঘেরাও এবং সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন জেলা পুলিশ আধিকারিক অশোক কুমার সিনহা, এলাকার বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ এবং এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রামবাসীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।এদিকে, ওই ঘটনায় সাব ইন্সপেক্টর প্রেমজিৎ রায়, পুলিশ কনস্টেবল রাজ কুমার ত্রিপুরা, এসপিও থৈলাচা মগ, রেঙ্গু মগ এবং শ্যামল দাস এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে মনু বাজার থানার পুলিশ। খুনের মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

হতাহতের খবর নেই

● প্রথম পাতার পর

এদিলে হেল্পলাইন নম্বর জারি করা হয়েছে।লামডিং-এর হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ০৩৬৭৪২৬৩১২০, ০৩৬৭ ৪২৬৩১২৬।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, ওই ট্রেনের উদ্ধার কার্য এখনো চলছে। ট্রেন যাত্রীদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপাতত তাঁরা দিবলং স্টেশনে রয়েছেন।খুব শীগ্রই বিকল্প ট্রেন তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে তরফে যাত্রীদের জল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জওয়ান ক্লোজড

● প্রথম পাতার পর

চুটে গিয়েছে পুলিশ। ওই যুবককে আটক করে পুলিশ এবং ছুরিটি উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে উত্তেজিত জনতা তাকে টেনে এনে গণধোলাই দেয়। যার ফের ওই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে ওই ঘটনার এক ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে টিএসআর জওয়ান ওই ঘটনাস্থলে থাকা সত্বেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ওই ঘটনায় নিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্যবসায়ী হরি শংকর সাহার মৃত্যু হয়েছে।

এবিষয়ে পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে বলেন, মেলারমাঠের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তরফ থেকে এক তদন্ত করা হবে। যদি তদন্তে পুলিশের ভূমিকাশ অসন্তষ্ট দেখা দেয় তাহলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাছাড়া, ইতিমধ্যে টিএসআরের সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের ৪ জন জওয়ানকে ক্লোজ করা হয়েছে।

ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর : আবারও ত্রিপুরায় পাচারকালে ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা উদ্ধারে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সিপাহিজলা জেলার অধীনে এনসি নগর বিওপি-র বিএসএফ জওয়ানদের নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পাচারের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। সে মোতাবেক বিএসএফ রাত্রিকালীন রাত্রিকালীন টহলদারি দল লক্ষ্য করে এক দুর্বৃত্ত সীমান্তের বেড়ার ওপর কিছু জিনিস ছুড়ে মারছে। বিএসএফ জওয়ানরা তাদের চ্যালেঞ্জ করলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। বিএসএফ কুইক রিঅ্যাকশন টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে সীমান্ত বেড়া বরাবর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ৪০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেটের একটি প্যাকেট উদ্ধার করেছে।

এছাড়াও, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে খোয়াই জেলার অন্তর্গত বেলচেরা বিওপি-র বিএসএফ জওয়ানরা এবং সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত রহিমপুর বিওপি-র জওয়ানরা পৃথক অভিযানে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের ৩৫ কেজি গাঁজা জব্দ করেছে।

বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট গণহত্যা : হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

ঢাকা, মনির হোসেন।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাকে ট্রাইবুনালে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগের বিচার কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিনেই তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো। ট্র্যাইব্যুনালের মূল ভবনের সংস্কার কাজ চলমান থাকায় ভবন সংলগ্ন অস্থায়ী ট্রাইব্যুনালে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। একপর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারসহ অপর দুই বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এরপর ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশ দেন। আরেক মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন। এ সময় আদালতে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম ও বি এম সুলতান মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, বাংলাদেশে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের মুখোমুখি করতে ২০১০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। সেই ট্রাইব্যুনাল জামায়াত-বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষণা করা হয় এবং তা কার্যকরও হয়। এর মধ্যেই গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঠেকাতে আওয়ামী লীগ সরকার নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। প্রায় দেড় হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এই আন্দোলনে। হাসিনা সরকারের ১৫ বছরের শাসনের অবসানের পর শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিলে জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচার করার সিদ্ধান্ত হয়।

ভারতীয় নাগরিকত্ব

● প্রথম পাতার পর

জনসংখ্যা কম। অসমে অভিবাসীদের আগমনের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। যা অসমের মতো ছোট্ট এই ভূখণ্ডে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। এই বিষয়টি বিবেচনা করে কাট অফ ডেট করা সঠিক।

এদিকে শুনানিকালে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ এ ধরনের বহু বিদেশি নাগরিক গোপনে চোরাইপথে ভারতে প্রবেশ করছে। কেন্দ্রের দাখিলকৃত শপতনামায় বলা হয়েছে, এই বিধানের অধীনে ১৭,৮৬১ জনকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ফরেইনার্স ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে পরিচালিত অভিযানে ৩২,৩৮১ জন বিদেশি নাগরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

তখন আদালত প্রশ্ন করে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে? এর জবাবে কেন্দ্রের উত্তর, বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়া গোপনে অবৈধভাবে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে অনুপ্রবেশকারীরা। অবৈধ বিদেশিদের শনাক্ত করা, আটক করা এবং বিতাড়ন করাটা এক জটিল প্রক্রিয়া। কেননা, যেহেতু এ ধরনের মানুষ গোপনে ভারতে প্রবেশ করে, তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর ধারা ৬(ক)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২০১২ সালে অসম সম্মিলিত মহাসংঘ-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি মতিউর রহমান ১৯৭১-কে ভিত্তিবর্ষ ধার্য্য করাকে অসাংবিধানিক দাবি করে তা প্রত্যাহার করতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। আবেদনের ভিত্তিতে ৫৬২/২০১২ নম্বরে মামলা রুজু করে তা বিচারাধীন ছিল।

প্রসঙ্গত, অসম চুক্তি অনুসারে অসমে বিদেশি শনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ ধার্য্য করা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। ভিত্তিবর্ষকে বৈধতা প্রদান করতে নাগরিকত্ব আইনে সংযোজন হয়েছিল দফা ৬(ক)। এখানে বলে রাখা ভালো, নাগরিকত্ব আইনের দফা ৬(ক) কেবল অসমের জন্য প্রযোজ্য। ভারতের অন্য প্রান্তে বিদেশির ভিত্তিবর্ষ ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম আদমশুমারি হয়েছিল। তাই ওই তথ্যের ভিত্তিতে এই সালকে ভিত্তিবর্ষ বলে গণ্য করা হয়।

পরবর্তীতে আসাম পাবলিক ওয়ার্কস নামের এক অরাজনৈতিক সংগঠনের দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি রোহিন্টন ফলি নারিমনের ডিভিশন বেঞ্চ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-কে উন্নীতকরণের নির্দেশ জারি করে। পাশাপাশি অসম সম্মিলিত মহাসংঘ এবং ইন্ডিজেনাস ফোরাম আসাম-এর আবেদনের শুনানি গ্রহণ করে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি রোহিন্টন ফলি নারিমনের ডিভিশন বেঞ্চ ১৩টি প্রশ্ন উত্থাপন করে আবেদনটি শুনানির জন্য পাঁচ সদস্যের এক সাংবিধানিক বিচারপীঠে প্রেরণ করেছিল।

নাগরকত্ব আইনের ধারা ৬(ক) সম্পর্কিত প্রধান বিবাদী পক্ষ অসম সম্মিলিত মহাসংঘ। বাদী পক্ষ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রালয়, নির্বাচন কমিশন, ভারতের মহাপঞ্জিয়ক। তবে এই মামলার শুনানিকালে অসমে বিদেশি খেদা আন্দোলনের মূল হোতা 'সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন' (আসু)-কে করা হয়েছিল বাদী পক্ষ। হস্তক্ষেপ আবদনকারী ছিল 'সারা অসম মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন' (আমসু), জমিয়ত, শরণার্থী সুরক্ষা সমিতি প্রভৃতি সংগঠন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জি' (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ২০২২ সালের ২৪ আগস্ট সুমি কোর্টের সংবিধানিক বিচারপীঠ ঘোষণা করে, সমজাতীয় ২৫টি আবেদনের শুনানি এক সঙ্গে গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে লাগাতার চারদিন মামলাগুলির শুনানি শেষে ২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ আদালতের সংবিধানিক বিচারপীঠ মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছিল।

ওমর আব্দুল্লাহ

● প্রথম পাতার পর

আপনার অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বে হরিয়ানা উন্নয়নের এই অবিরাম যাত্রা অব্যাহত রাখবে।' সাইনি এরপরই জানান, সুশাসন, সমতা ও দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য বিজেপি সরকার পূর্ণ শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে। এদিকে, গতকাল (বুধবার) প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী পেল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত হয় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। ওমর আব্দুল্লাহকে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথবাক্য পাঠ করান উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডি জোটের অনেক নেতারা। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি, এএপি নেতা সঞ্জয় সিং, সিপিআই নেতা ডি রাজা, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি, এনসিপি (এসসিপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এবং অন্যান্যরা। জম্মু ও কাশ্মীরের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা সাকিনা ইটু, জাভেদ আহমেদ রানা, জাভেদ আহমেদ দার এবং নির্দল বিধায়ক সতীশ শর্মা প্রমুখ। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা সুরিন্দর কুমার চৌধুরী।

ডা: মানিক

● প্রথম পাতার পর

হ্যান্ডেলে ডঃ সাহা এই বিষয়ে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে তিনি আপ্লুত।'

ডাঃ সাহা আরও লিখেছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি জিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁর নেতৃত্ব এবং দৃষ্টি অবশ্যই হরিয়ানাকে আরও উচ্চতার দিকে নিয়ে যাবে। এই নতুন পদটি অভূতপূর্ব বৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। রাজ্য! অটল আস্থার জন্য হরিয়ানার জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।'

পরে, ডাঃ সাহা, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী কনক্লেভে যোগ দেন। কনক্লেভে অংশ নেওয়ার সময়, ডাঃ সাহা জাতীয় দৃষ্টিকোণে টিবি মুক্ত ভারত সম্পর্কে কথা বলেন, যা সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

আশিষ

● প্রথম পাতার পর

করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, এসব ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছেন। এভাবে তিনি তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে পুরোপুরি আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জনসম্মুখে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। অতিসত্বর মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। সাথে রাজ্যে ধর্মীয় সুড়সুড়ির দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শাসক দল রাজ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। কিন্তু রাজ্যে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নিশ্চুপ করবে না। এরই বিরুদ্ধে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে মাঠে নামবে প্রদেশ কংগ্রেস।

মহিলার মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে পাথারকান্দির মৌয়ারবাড়ি এলাকায়। পরে রেল পুলিশ তদন্তে নেমে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায় করিমগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে।

জানা গেছে হত গৃহবধূর বাড়ি বাজারিছড়া থানাধীন কটামনির আট নং ওয়ার্ডে। ভবঘুরে প্রকৃতির এই মহিলাটি গত কয়েকদিন ধরে আছিমগঞ্জ এলাকার হাঠখলা গ্রামে নিজ বাপের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।এদিন তিনি পায়ে হেটে দুল্লভপুরের এক আত্মিয়ের বাড়িতে যাবার পথে অসাবধানতাবশত ট্রেনের সংস্পর্শে এলে এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে মৃতের স্বামী সহ সন্তানাদি রয়েছেন। এ কান্ডে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ধনতেরাস

● আটের পাতার পর

করি।' সংস্থার আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, ''আমরা আমাদের প্রিয় ক্রেতাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাঁরা আমাদের উপর নিরন্তর তাঁদের ভরসা বজায় রেখেছেন। তাদের কাছে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। যাতে নিত্যনতুন ডিজাইনের গয়না সম্ভার নিয়ে আসতে পারি। যা তাঁদের অর্থের সঠিক মূল্যায়ন করার পাশাপাশি মনের সাধও পূরণ করবে।'''চমক ভরা ধনতেরাস'' অফারটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ত্রিপুরার (আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুর) সব ক''টি শোরুম এবং কলকাতার সব (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) শোরুমেও ২১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত চলবে। উৎসবের দিনগুলোতে সকলের জীবন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, এই কামনা করা হয় এবং সকলকে আলোর উৎসবের অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও চমকভরা ধনতেরাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সুন্দর পরিসমাপ্তি হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বারাসাত, ১৭অক্টোবর(হি.স.) : বারাসাতের কাজীপাড়া এলাকায় এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চন্দ্রনাথ দে-র (১৯) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাঁকুড়ার অশনি কোটার বাসিন্দা এই ছাত্র বিসিএ বিভাগে পড়াশোনা করতেন এবং বারাসাতের এক মেসে আবাসিক হিসেবে থাকতেন। মাত্র দেড় মাস হলো তিনি মেসটির দ্বিতীয় তলার ৯ নম্বর ঘরে একাই থাকছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে অন্যান্য আবাসিকরা মেস থেকে বেরিয়ে গেলে, চন্দ্রনাথ একাই ঘরে ছিলেন। তখন তাকে ফোনে কথা বলতে দেখা যায়। পরে অন্যান্য ছাত্ররা ফিরে এসে চন্দ্রনাথকে ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপর মেস মালিককে খবর দেওয়া হলে, তিনি বারাসাত থানায় খবর পাঠান। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মেস মালিক এই ঘটনায় কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশ চন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং তারা আত্মহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে বারাসাত থানার পুলিশ।

কাঁথি সড়কের কাজ অসম্পূর্ণ সমস্যায় এলাকাবাসী

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ অক্টোবর(হি.স.): রাস্তার দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে গ্রামবাসীদের আন্দোলন অব্যাহত। শুক্রবার সকালেও বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। বেলদা-কাঁথি রাজ্য সড়কের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ পেরিয়ে গেলেও এখনো রাস্তার কাজ প্রায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ৫ এপ্রিল ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের কাজ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে এক বছর ধরে ধীর গতিতে চলা কাজের কারণে রাস্তা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি, যার ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।জাহালদা থেকে বেলদা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বিশেষভাবে বেহাল। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ওপর চলতে থাকা যানবাহন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং খানা-খন্দে ভরা রাস্তা এলাকাবাসীর দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। এর ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে এবং বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা বারবার বিক্ষোভ দেখানোর পরও প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। সাময়িকভাবে কাজের গতি বাড়লেও আবার তা ধীরগতি হয়ে পড়েছে।

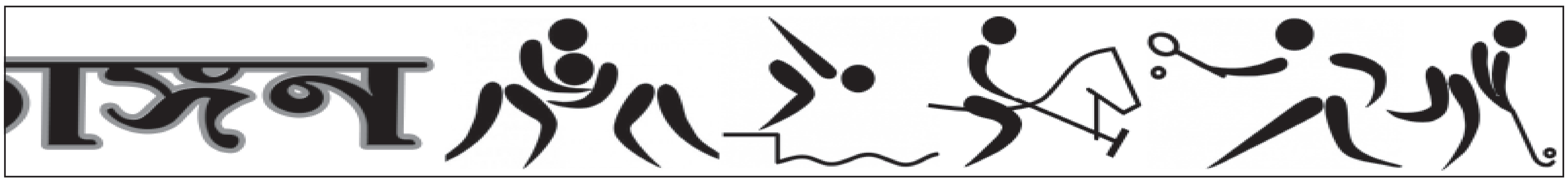

সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে সিকিমকে হারিয়ে শীর্ষে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু ত্রিপুরার মেয়েদের। গ্রুপ লীগের খেলায় প্রথম ম্যাচে জয়ের আনন্দটাই আলাদা। চেষ্টা থাকবে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানো। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় টি-টোয়েন্টি ট্রফি ক্রিকেটের। গ্রুপ ডি-এর সাতদলীয় লীগের খেলা হচ্ছে লখনৌতে। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল ৭২ রানের বড় ব্যবধানে সিকিম কে পরাজিত করে দারুন সূচনা করেছে। লখনৌতে ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের ক্যাপ্টেন অন্নপূর্ণা দাস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এর দুর্দান্ত ৫৭ রানের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ত্রিপুরা দল ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার মৌচৈতি একান্ন বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৭ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া অম্বিকা দেবনাথ ১১ রানে ও তামান্না নিগম ১০ রানে পেভেলিয়নে ফিরলেও ঋজু সাহা ২৫ রানে অপরাজিত ছিল। মৌটুসী দেও উইকেটে ছিল অপরাজিত ভূমিকায়। অতিরিক্ত ১৪ রান দলের স্কোর সমৃদ্ধ করেছে।

সিকিমের লিজা, প্রনিতা ও প্রমীলা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিকিমের ব্যাটার্সরা ত্রিপুরার বোলারদের সম্মিলিত দাপটে তেমন রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ৭ উইকেট হারিয়ে ৪৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়।

পূর্নী মায়া-গুরুনি সর্বাধিক ১৭ রান পায়। দু-জন রান আউটের শিকার হলেও ত্রিপুরা দলের বোলার প্রিয়াঙ্কা আচার্য্য, রেশমা নায়েক, তামান্না নিগম, অন্নপূর্ণা দাস ও পূজা দাস প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে চার পয়েন্ট প্রাপ্তি এবং রান রেটের নিরিখে ত্রিপুরা দল আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

গ্রুপের অপর খেলায় হিমাচল প্রদেশ ৮ উইকেট এর ব্যবধানে কেরালা কে পরাজিত করেছে। কেরালা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৮৯ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিলে হিমাচল প্রদেশ ১৬.১ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অপর খেলায় রেলওয়ে পরাজিত করেছে হরিয়ানাকে। আগামীকাল ত্রিপুরা খেলবে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। অপর দুটি ম্যাচে হরিয়ানা-হিমাচল প্রদেশ এবং চন্ডিগড়-সিকিম পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

নাইডু ট্রফি : নিশ্চিত জয়ের হাতছানি পেয়েও মহারাষ্ট্রের কাছে হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল মহারাষ্ট্র। নিশ্চিত জয়ের হাতছানি পেয়েও ত্রিপুরাকে শেষ পর্যন্ত সরাসরি হেরে পুরো ছয় পয়েন্ট মহারাষ্ট্রের হাতে সঁপে দিতে হয়েছে। মহারাষ্ট্রের হার্শাল অজয় কাটে একাই যেন ত্রিপুরার জয়ের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরও দ্বিতীয় ইনিংসে রাজ্য দলের ব্যাটার্সদের ব্যর্থতা নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ১৮২ রানের টার্গেট পেয়েও রাজ্য দলের গায়ে পরাজয়ের গ্লানি মেখে মুম্বাই এর কুরলা থেকে আজ, বৃহস্পতিবার সোজা আগরতলায় ফিরে আসতে হয়েছে। আগামী ২০ অক্টোবর, রবিবার থেকে নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামবে ত্রিপুরা দল। উল্লেখ্য, মুম্বাইয়ের শম্বাজিনগর গ্রাউন্ডে গত রবিবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে মহারাষ্ট্র ৩৩.৫ ওভার খেলে ১০৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। জবাবে ত্রিপুরা প্রায় দেড় দিনে ১০৩.৫ ওভার খেলে ২৭৭ রানে ইনিংস শেষ করে। ১৭০ রানে পিছিয়ে থেকে মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংস এর খেলা শুরু করে হার্শাল অজয়ের দুর্দান্ত পারফরমেন্স এবং ডাবল সেঞ্চুরির দৌলতে মহারাষ্ট্র ১১৩.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৫১ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। সরাসরি জয়ের জন্য ত্রিপুরা দলের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৮২ রানের। এমতাবস্থায় ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ৬৫.৪ ওভার খেলে ১৫৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে অভিজিৎ দেববর্মা ৪০ রানে সাত উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দীপ্তনু চক্রবর্তী ৮৮ রানে ৫ উইকেট পেলেও পরবর্তী ম্যাচ গুলির জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী মনে হচ্ছে। এদিকে গ্রুপের অন্যান্য খেলায় কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর ম্যাচটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এক ইনিংসের খেলাও সম্পন্ন হয়নি। চন্ডিগড় ৭ উইকেটে কেরালা কে এবং উড়িষ্যা ইনিংস সহ ৬৩ রানের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে।

রাজ্যদল ঘোষিত, জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলের প্রস্তুতি তুঙ্গে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দীর্ঘদিন বাদে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৯ তম জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। আগামী ২০ অক্টোবর থেকে আগরতলায় শুরু হবে টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের লড়াই। তাতে অংশ নেবে স্বাগতিক ত্রিপুরা সহ সিকিম, গুজরাট ও চন্ডিগড়। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের খেলায় প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। তাই জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করে নেয় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে প্রাথমিক বাছাইকৃত ৩৫ জন মহিলা ফুটবলার থেকে ২৫ জন ফুটবলারকে প্রস্তুতি শিবিরে ডাকা হয়। সেখান থেকে ২২ জনের চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠিত। আর তাদের নিয়েই এখন আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষক সুজিত ঘোষের তত্ত্বাবধানে চলছে এখন জোরদার অনুশীলন। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামী কুড়ি অক্টোবর রাজ্য দল প্রথম ম্যাচ খেলবে চন্ডিগড় এর বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচ ২২ অক্টোবর সিকিম ও তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ ২৪ শে অক্টোবর গুজরাটের মুখোমুখি হবে দল। ভালো খেলার প্রত্যাশাকে সামনে রেখেই ময়দানে নামবে ত্রিপুরা। তবে চূড়ান্ত যে দল গঠন করা হয়েছে তাতে ডিফেন্স অনেকটা দুর্বল থাকায় প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল নিয়ে অনেকটা সন্ধিহান প্রশিক্ষক সুজিত ঘোষ। এরপরেও তিনি প্রত্যাশা করেন মেয়েরা তাদের সেরাটা লড়াইয়ের ময়দানে দিতে পারলে প্রতিপক্ষদের অনেকটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারবে ত্রিপুরা।

শিলংয়ের পোলো গ্রাউন্ডে আজ থেকে ত্রিপুরা সিকিমের ৪ দিনের রঞ্জি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখন শিলং এ। পোলো গ্রাউন্ডে আগামীকাল থেকে রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচ শুরু হচ্ছে। প্রতিপক্ষ নবাগত দল সিকিম। জয়ের প্রত্যাশা নিয়েই আগামীকাল মাঠে নামবে মনি শংকর বিক্রম-রা। প্রথম ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে মাঠের বদাণ্যতায় চার দিনের ম্যাচ পুরোপুরি ভেস্তে যাওয়ায় ব্যাটিং, বোলিং কোনও কিছুই পরখ করে দেখা হলো না। রঞ্জি ট্রফির এলিট গ্রুপ এ-এর দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা। গ্রুপের অপর খেলায় কটকে ওড়িশা খেলবে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। মুম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র খেলবে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। নয়াদিল্লির পালামে সার্ভিসেস ও বরোদা পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য প্রথম রাউন্ডের খেলায় জম্মু-কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্রের ম্যাচটি ড্র তে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে জম্মু-কাশ্মীর ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল। অপর খেলায় সার্ভিসেস ইনিংস সহ ৬৫ রানের ব্যবধানে মেঘালয়কে পরাজিত করেছিল। এছাড়া, বরোদা ৮৪ রানের ব্যবধানে মুম্বাই কে হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, পোলো গ্রাউন্ডে এবারের মরশুমে প্রথম ম্যাচ হচ্ছে। মাঠ কেমন আচরণ করে তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ দানা বাঁধছে। কেননা পূর্বোত্তরে এই সময়ে মরশুম এবং প্রকৃতি তেমন পক্ষে নেই বলে ক্রিকেট মহলের ধারণা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের কান্ডারীরা।

ফের রেলে কাটা পরে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: ফের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির ।আগরতলা সাব্রুমগামী রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘটনায় বিশালগড় মধ্য বজ্রপুর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায় নি ।ঘটনার বিবরণে গিয়েছে, আজ সকালে বিশালগড় মধ্য বজ্রপুর এলাকায় রেল লাইনে আগরতলা সাব্রুমগামী রেল রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে তারা খবর দিয়েছেন বিশালগড় থানায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এখনো পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় নি। ওই ঘটনায় বিশালগড় থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

দুই ভারতীয় টাউট পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফের সহযোগিতায় দুইজন ভারতীয় টাউটকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে জিআরপি। তাদের দীর্ঘদিন ধরে আটক করার চেষ্টা চলছিল। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।

ওসি তাপস দাস বলেন, বাংলাদেশীদের রাজ্যে প্রবেশ সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত মতিনগর গিলা মোরার বাসিন্দা দুজনকে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ আটক করার চেষ্টা করছিল। আজ ভোরে গোপন সূত্রের খবরে বিএসএফের সহায়তায় তাদের দুজনকে সেই এলাকা থেকে আটক করে। তারা বাংলাদেশীদের রাজ্যে প্রবেশে সহায়তা করা এবং আগরতলার রেলস্টেশনের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে যাওয়ার সহায়তা করেন। ধৃতরা হলেন, শহিদুল ইসলাম ও ইউনুস মিয়া। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

এক লক্ষাধিক টাকার বিলেতি মদ ও শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে এডি নগর থানার পুলিশ। অভিযানে এক লক্ষাধিক টাকার বিলেতি মদ ও শব্দবাজি উদ্ধার করে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক। কিন্তু ওই ঘটনায় দোকান মালিককে আটক করা সম্ভব হয়নি।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে এডি নগর থানার অন্তর্গত ক্যাম্পেরবাজারের এল দোকানে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ ও শব্দবাজি মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে তল্লাশি চালিয়ে এক লক্ষাধিক টাকার বিলেতি মদ ও শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, পুলিশ প্রশাসন ও পরিবেশ দূর্ষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে আগে থেকেই শব্দবাজি যাতে না পড়ানো হয় তার জন্য জনগনকে সচেতন করা হয়েছিল। তার পরেও কতিপয় ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে পুজোর দিনগুলোতে শব্দবাজি তুলে ব্যবসা শুরু করে। তার বিরুদ্ধে অভিযানে নামে এডি নগর থানার পুলিশ। আগামীদিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

বিদ্যুৎ নিগমের তরফ থেকে জালিয়াতির সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: পাকিস্তানের কোড ব্যবহার করে ৯২৩৫৫৭৫৯৫৬১৭ নম্বর থেকে বিদ্যুৎ নিগমের এম ডি বিশ্বজিৎ বসুর নামে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অর্থ চাওয়া হচ্ছে। রাজ্যবাসীকে আর্থিক প্রতারণার শিকার হবার হাত থেকে সর্তকতা জারি করেছে নিগম। বিদ্যুৎ নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের কোড ব্যবহার করে ৯২৩৫৫৭৫৯৫৬১৭ নম্বর থেকে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ বসুর নামে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অর্থ চাওয়া হচ্ছে। এই টেলিফোন নম্বরের সঙ্গে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড কিংবা এমডি বিশ্বজিৎ বসুর কোন সম্পর্ক নেই। এটি একটি আর্থিক জালিয়াতি এবং প্রতারণামূলক ফোন। এধরণের জালিয়াতি থেকে রাজ্যবাসীকে সর্তক থাকার আবেদন করা হয়েছে।

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সমগ্র কাঞ্চনপুর মহকুমায় ১৬৩ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার সমগ্র কাঞ্চনপুর মহকুমায় শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি অটুট রাখতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারায় জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ গতকাল ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে বলবৎ হয়েছে এবং আগামী ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ড. দীপক কুমার এক আদেশে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।আদেশে বলা হয়েছে এই বিধিনিষেধ সামরিক/আধা সামরিক/রাজ্য পুলিশের জওয়ানদের ক্ষেত্রে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবেনা। তাছাড়া উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই আদেশ প্রযোজ্য হবেনা। এই আদেশ অমান্য করলে বিএনএস, ২০২৩-এর ২২৩নং ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এই আদেশে জনসাধারণের জন্য জরুরী কাজে কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই হেল্পলাইন নম্বরগুলি হলো স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য- ১০২/১১২ (সেন্ট্রাল হেল্পলাইন) এবং ৮৪১৩৯৯১৭৮৭ (কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতাল)। ফায়ার সার্ভিসের হেল্পলাইন জরুরী কাজে হেল্পলাইন নম্বর হচ্ছে ১১২।

আত্মহত্যা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ অক্টোবর: কৈলাশহর শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কিনাইচর ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে এক গৃহবধূ। কৈলাসহর শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কিনাইচর এলাকার বাসিন্দা অগ্রজিৎ দাসের স্ত্রী মন্দিরা দাস মঙ্গলবার রাত্রিবেলা একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে ওদের নিজ ঘরের মধ্যে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরবর্তী সময়ে অগ্রজিৎ দাসের মা ঘরে এসে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় ।পরবর্তী সময় মন্দিরা দাসকে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মন্দিরা দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার দুপুরবেলা কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্জির উপস্থিতিতে মন্দিরা দাসের মৃতদেহ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার পর পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মন্দিরা দাসের মৃতদেহ ।মন্দিরা দাসের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠক শেষে তুলাশিখর ব্লকে স্ব-সহায়ক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা। এদিন দুটি অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের নেতৃত্বে ত্রিপুরা অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা বৈঠক শেষে তুলাশিকর ব্লকে স্ব-সহয়াক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

এই মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। পরবর্তীতে তুলাশিখরে টি আর এল এম পরিচালিত মহিলাদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী দেখে মুগ্ধ হন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী।

তিনি ঘুরে দেখেন মহিলাদের দ্বারা তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রী। এর মধ্যে রয়েছে পাচরা, রিসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী। এরপর তুলাশিখরে বিভিন্ন কর্মসূচি শেষ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি জি এবং রাজ্যে মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে, এই আশা ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী।

নিখোঁজ কলেজ পড়ুয়া ছাত্র, প্রশাসনের নিকট করুণ আর্জি অভিভাবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রের নিখোঁজের ঘটনায় প্রশাসন সহ রাজ্যবাসীর কাছে ছেলেকে ফিরে পেতে আর্জি জানালো নিখোঁজ ছাত্রের মা-বাবা।

আমতলী থানার অন্তর্গত মধুবন ঝরঝরিয়া এলাকার প্রণব সরকারের ছেলে সায়ন সরকার আগরতলা রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্র। সে মঙ্গলবার সকালে মা বাবার কাছে ব্যাংকে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু বিকেল হয়ে গেলেও সে বাড়িতে ফিরে না আসায় তার মা বাবা তাকে ফোন করলে মোবাইল সুইচ অফ পায়। আর তখনই সায়ানের মা বাবার কিছুটা সন্দেহ হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর নিয়েও সায়নের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সায়ন সরকারের বাবা প্রণব সরকার আমতলী থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। প্রণব সরকার জানিয়েছেন সায়ন এর আগে কখনো এভাবে বাড়ি থেকে না বলে কথাও যায়নি, যেখানেই যেত সঠিক সময়ে বাড়িতে ফিরে আসতো। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় তার গোটা পরিবার মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তাই সায়ন সরকারের বাবা প্রণব সরকার রাজ্য প্রশাসন সহ রাজ্যের মানুষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তাদের একমাত্র ছেলেকে খুঁজে পেলে যেন তাদের বুকে ফিরিয়ে দেয়।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ অক্টোবর: সাত সকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সেটি কি পরিকল্পিত খুন, না আত্মহত্যা তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাশ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় জানা যায় তেলিয়ামুড়া নয়নপুর এলাকার নারায়ণ সরকারের ছেলে স্মরণ সরকার গতকাল রাতে নিজের বোনের বাড়ি থেকে কোন এক কারনে বিবাদের পর রাত্র প্রায় দুটো নাগাদ মোহরছড়া বিষ্ণু মাষ্টার পাড়া থেকে বেরিয়ে এসে মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর পাশে একটি কাঠাল গাছে গলায় ফাঁস লাগায়। এমনটাই অভিমত বোন জামাইয়ের ।আজ সকালে পথ চলতি জনগণ ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তাদের পরিবারে খবর দিলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। তবে এই মৃত্যুর পেছনে কোন রহস্য আছে কিনা পুলিশ তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসতে পারে মূল রহস্য।

বিএসএফের হাতে তিনজন বাংলাদেশী এবং চার ভারতীয় নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। পাশাপাশি চারজন ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে। বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপাহীজলা জেলার কলমচৌড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে সন্দেহভাজন দুইজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে আটককৃত দুইজন বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা। তাছাড়া, ওই এলাকায় একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে।

অন্য একটি অভিযান চালিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর এলাকায় আরও একজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাছাড়া, জিআরপি সাথে বিএসএফ-এর দুটি পৃথক গোয়েন্দা-ভিত্তিক যৌথ অভিযানে ৩ জন ভারতীয় টাউটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দুই যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষে আহত ১১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: দুটি যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষে আহত হয়েছে শিশু সহ ১১ জন যাত্রী। তাদের মধ্যে কয়েকজনের গুরুতর আঘাত লাগে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ কলেজের মূল ফটকের সামনে দুইটি যাত্রীবাহী অটো সংঘর্ষ ঘটে। তাতে শিশু সহ ১১জন যাত্রী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

আসাম রাইফেলস এর উদ্যোগে মহিলাদের জন্য দক্ষতা বিকাশ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর: আসাম রাইফেলস বুধবার আগরতলার রাধানগরে মহিলাদের জন্য এক দক্ষতা বিকাশ কর্মশালার আয়োজন করে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে যারা তাদের নিজ নিজ শৈল্পিক প্রতিভা উদ্ভাবন করতে আগ্রহী এবং নতুন নতুন কারুশিল্প শিখতে উৎসাহী তাদের জন্য দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে এই সৃজনশীল উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে ।আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে এবং বিবৃতিতে এখবর জানানো হয়েছে। এই কর্মশালায় মহিলাদের মোমবাতি বানানো এবং সেই সঙ্গে মডেল তৈরী করা, সুগন্ধী প্রস্তুত করা ইত্যাদি নানা ধরনের কারুকর্ম শেখানো হয়। মহিলারাও তাদের নিজ নিজ রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী নানা আকারের মোমবাতি ও সুগন্ধী প্রস্তুত করেন। এছাড়া উপহার সামগ্রীর মোড়ক প্রস্তুত করা, চিরাচরিত নক্সা অনুসরণে ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদিকে নতুন করে ব্যবহার করে নানা ধরনের সামগ্রী প্রস্তুতের কারুশিল্প শেখানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ।কর্মশালায় ১০ জন স্থানীয় মহিলা সহ ১৭ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালা ঘিরে দারুন উৎসাহ দেখা দেয় স্থানীয় লোকজন ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। কর্মশালাটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে আসাম রাইফেলসকর্তৃপক্ষ ।

দিব্যাঙ্গ যুবতীকে ধর্ষণ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ অক্টোবর: এক দিব্যাঙ্গ যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বিশালগড় থানা এলাকায়। বিশালগড় থানা এলাকায় গত সোমবার এক দিব্যাঙ্গ যুবতীকে ধর্ষণ করে বিক্রম বিশ্বাস নামে এক যুবক। পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার অভিযুক্ত বিক্রম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয় বিশালগড় মহিলা থানায়। যথারীতি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভূক্ত করে অভিযুক্ত বিক্রম বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ।

অন্যদিকে ধর্ষিতা যুবতী মেয়েটি চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে। বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস জানিয়েছেন অভিযুক্ত বিক্রম বিশ্বাসকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে প্রেরণ করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই ধরনের জঘন্য ঘটনায় অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে বিভিন্ন মহল।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর চমক ভরা ধনতেরাস

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ”চমক ভরা ধনতেরাস ”- যা চলবে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ।”ধনতেরাস” হল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর উৎসব। সোনা ও হীরের গয়না কেনার মাধ্যমেই এই উৎসব উৎযাপন করার রীতি জ্জ দেবী ধন লক্ষ্মীর আশীর্বাদে এবং সোনা ও হীরে থেকে যে উজ্জ্বল ছটা বেরোয় তাতেই পরিবারের সুখ, শান্তি আর সৌভাগ্য আসে। তাই এই উৎসবের এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

”চমক ভরা ধনতেরাস” হল দীপাবলি উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সোনা ও হীরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী। ১৩ দিন ধরে চলা এই বিশেষ ”চমক ভরা ধনতেরাসে’ থাকছে এমনই কিছু বিশেষ ধরনের গয়নার সম্ভার যা ক্রেতাদের মন ছুঁয়ে যাবেই। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অফার। এই গয়নার সম্ভারের মধ্যে রয়েছে হাতে তৈরী সোনা ও হীরের গয়না, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং হালফিলের আধুনিক ডিজাইনের বিয়ের গয়না যা সকলের নজর কাড়বে। চোখ ধাঁধানো অথচ সাধ্যের মধ্যে হীরের গয়না আর শ্যাম সুন্দর কোম্পানির নিজস্ব ডিজাইনার কালেকশন ও গ্রহরত্নের সম্ভারও তো আছেই ।এছাড়া ক্রেতাদের জন্য থাকছে বিশেষ আকর্ষণীয় এক গুচ্ছ অফার এবং সুযোগ :সোনার গয়না

কেনাকাটায় থাকছে প্রতি গ্রামে ৪১০ টাকা ছাড় ।হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে থাকছে ১০০ছাড়প্রতিদিন লাকি ড্র-এ থাকছে স্বর্ণ মুদ্রা ।মেগা ড্র তে থাকছে ৩টি স্কুটি জেতার সুযোগ !(শারদীয়া স্বর্ণসম্ভার ও চমক ভরা ধনতেরাস-এ যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হবে)

এছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুযোগ, পরিষেবা এবং সোনায় সোহাগা অফার (গয়না কেনার জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম) , পুরোনো সোনার গয়না বদল করে নতুন গয়না কেনার সুবিধা এবং সোনা ও রুপোর কয়েন সবই পাওয়া যায়। এছাড়া রুপোর বাসনপত্র ও রুপোর তৈরী পুজোর সামগ্রীও থাকছে।

সব মিলিয়ে এমন এক বিশেষ উপহার যা দীপাবলির উজ্জ্বল আলো আর দীপ্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সকলের পছন্দের এমন একটি গয়না প্রতিষ্ঠানের নাম যারা এই আলো, খুশি আর আনন্দ উৎসবের সময়কে আরো বিশেষ করে তুলতে ক্রেতাদের জন্য রেখেছে সুন্দর উপহার আর অফুরান শুভেচ্ছা। কিছুদিন আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ”চমক ভরা ধনতেরাস”-এর ১৯তম বর্ষে ”ধনতেরাস ড্যাজেল’ কালেকশনের উন্মোচন করেন সংস্থার দুই ডাইরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা।

সংস্থার ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ’ধনসম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবতাকে বাড়িতে স্বাগত জানানোই এই ধনতেরাসের উদ্দেশ্য। আমাদের এই ”চমক ভরা ধনতেরাস” ১৯ বছর আগে শুরু হয়েছিল। যাতে ক্রেতারা ওই বিশেষ দিনে সোনা, হীরের ও রুপোর গয়না কিনে তাঁদের পরিবারের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।’ তিনি আরো বলেন, ’যত বছর এগিয়েছে ততই এই ”চমক ভরা ধনতেরাস” তার ব্যাপ্তিতে আরো বড় হয়েছে। দিনগুলো আরো সুন্দর করে তুলতে সোনা ও হীরের সুন্দর সম্ভারের পাশাপাশি আমরা লাকি ড্র ও অফারের বিশেষ ব্যবস্থাও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।